CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-22 ■ 28 October, 2024 ■ আগরতলা ২৮ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ১১ কার্ত্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়ে মন কি বাতে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী

সতীর্থদের নিয়ে মন কি বাত শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.)।। রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাতে দেশে বেড়ে চলা ডিজিটাল অ্যারেস্ট দুর্নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেভাবে ডিজিটাল অ্যারেস্টের মাধ্যমে মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে তা বিপজ্জনক। তাঁর কথায়, প্রতারকরা ফোনে এমন পরিবেশ তৈরি করছে যে মানুষ ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

বলা হচ্ছে, এক্ষুনি এটা করো, নয়তো গ্রেফতার করা হবে। আসলে পুরোটাই প্রতারণা।

তিনি বলেন, ডিজিটাল অ্যারেস্ট বলে কোনও ব্যবস্থাই আমাদের আইনে নেই।

এটা কেবলমাত্র একটা প্রতারণা, একটা জোচ্চুরি, একটা মিথ্যে, দুর্নীতি আর যে সব মানুষ এই ধরণের কাজ করে, তারা সমাজের

শত্রু। ডিজিটাল অ্যারেস্ট এর নামে যে সব জালিয়াতি চলছে তার মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন তদন্তকারী এজেন্সি রাজ্য সরকার এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। এই এজেন্সিগুলির মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে ন্যাশনাল সাইবার কোঅর্ডিনেশন সেন্টার নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে।

এদিকে, আজ সকাল ১১ টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' এর ১১৫ তম পর্বের সম্প্রচার শুনলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। বনমালীপুর স্থিত স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতনে দলীয় সতীর্থ ও স্থানীয় নাগরিকদের উপস্থিতিতে এই সম্প্রচারটি শুনেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'মন কি বাত' এর প্রতিটি পর্বে ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট প্রান্তের নাগরিকদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রেরণাদায়ী ঘটনা প্রবাহ প্রকাশিত হয়।

পাশাপাশি বিশ্বদরবারে উন্নত ভারতের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়।

আজকের 'মন কি বাত' পর্বে প্রধানমন্ত্রী দেশের লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণের বিভিন্ন উদ্যোগ, সাইবার সিকিউরিটির জন্য করণীয়, ভোকাল ফর লোকাল, ফিটনেসের প্রয়োজনীয়তা এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের কথা তুলে ধরেন।

মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভায় মানিক সরকার

কাজ ও খাদ্যের অভাবে দিশেহারা বেকার সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর ।। আজ সকাল ১১ টায় আগরতলায় কৃষক ভবনে ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাংগঠনিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের হাত ধরে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে।

আজ ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সম্মেলন মধ্যবর্তী সাংগঠনিক পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এছাড়াও প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সারা ভারত মৎস্যজীবী ও মৎস্য শ্রমিক ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিল্লু বিলা স্ট্যানলি এবং সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সভাপতি ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুধন দাস। পাশাপাশি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন এবং পলিট ব্যুরোর সদস্যরাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি দেশ তথা রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের বক্তারা।

এগুলো সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বর্তমান সরকারের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের নাজেহাল অবস্থা। ২০ থেকে ২৫ বছর পর এ ধরনের শারদ উৎসব এসেছে যেখানে সাধারণ মানুষের হাতে টাকা পয়সা নিয়ে। শারদ উৎসবে আনন্দ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাল নোট সহ আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ অক্টোবর ।। কৈলাসহর ইরানি থানার পুলিশ বড়সড় সাফল্য পেয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাল নোট সমেত তিন যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে ১০,৫০০ টাকা জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে কিছু যুবক জাল টাকা নিয়ে আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছেন বলে কৈলাসহর ইরানি থানার পুলিশের গোপন সূত্রে খবর আসে। এই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ জাল টাকা সহ অভিযুক্তদের জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

কৈলাসহর ইরানি থানার পুলিশ আধিকারিক জানান, থানার এএসআই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৩০,৬০২ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রী পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ পেয়েছে ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর ।। রাজ্যের জনজাতি অংশের ৩০ হাজার ৬০২ জন ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ পেয়েছে। তাদের ব্যাংক একাউন্টে ৫৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৫ হাজার ৬৬৫ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রী পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। ইতিমধ্যেই ৮৫.৮০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী স্কলারশিপের অর্থ পেয়েছে। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে জানান, জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ বিতরণে দেরি হচ্ছে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা সঠিক নয়। এবিষয়ে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরে তিনি জানান, যেসব জনজাতি পরিবারের বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার কম সেই পরিবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইজিএমে রোগীর মৃত্যু ঘিরে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর ।। রোগীর মৃত্যু নিয়ে অভিযোগের কাঠগড়ায় আইজিএম'র স্বাস্থ্য পরিষেবা।

অভিযোগে জানা গেছে, শারীরিক সমস্যার কারণে পূর্ব প্রতাপগড়ের শান্তি সাহাকে (৫৪) আইজিএম হাসপাতালে আনা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ছেলে অভিযোগ করেন, হাসপাতালে রোগীকে ধরেও দেখা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর বাবার কি সমস্যা জিজ্ঞাসার পর কোনো ধরনের চিকিৎসা না করেই জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন।

জিবি হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক জানান তিনি বেঁচে নেই।

প্রয়াতার ছেলে জানান, অসুস্থ বোধ হলেও তার বাবা বাড়ি থেকে আইজিএম আসা অবধি কথা বলছিলেন। এমনকি জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করার পরও নিজে পায়ে হেঁটে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসেন তিনি। অ্যাম্বুলেন্সে থাকতেই একবার বমি হয় এবং তারপরই তিনি জ্ঞান হারান।

প্রয়াত শান্তি সাহার ছেলে অভিযোগ তোলেন, তার বাবাকে যদি সেই অবস্থায় আইজিএম হাসপাতালে অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করা হতো, তাহলে তিনি প্রাণে বেঁচে যেতেন।

ডাক্তারের বাড়িতে চোরের হানা, স্বর্ণ সহ নগদ উধাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৭ অক্টোবর ।। কুমারঘাটে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দন্ত চিকিৎসক ডাঃ গৌতম মল্লিকের বাড়িতে এই চুরি সংঘটিত হয়েছে। প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়েছে চোরের দল।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কুমারঘাট হাসপাতাল রোডে লক্ষী নারায়ণ মন্দিরের পাশে অবস্থিত ডাঃ গৌতম মল্লিকের বাড়িতে শনিবার রাতে চুরি হয়েছে। বাড়িতে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার স্বর্ণ এবং পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজারের কাছাকাছি নগদ অর্থ ছিল, যা সবকিছুই চোরের দল নিয়ে গেছে।

ডাক্তারবাবু গত শুক্রবার জরুরী কাজে আগরতলায় যান। আজ বাড়ি ফেরার কথা ছিল। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে এই চুরি সংঘটিত হয়। স্থানীয়রা ডাঃ গৌতম মল্লিকের কাছে এ বিষয়ে জানালে তিনি বিকেলের মধ্যে ফিরছেন বলে জানান। এদিকে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ এসে বাড়ির সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে প্রশাসন এবং জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ অক্টোবর ।। নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবার এগিয়ে আসল ধর্মনগরের জনপ্রতিনিধি সহ সাধারণ জনগণ। রাজ্য সরকার ডাক দিয়েছিল নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠন করার জন্য। একে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও এলাকায় নেশা মুক্ত অভিযান করে প্রশাসন ও সাধারণ জনগণ।

সরকারের এই নেশা মুক্ত ত্রিপুরা কিছু দিক দিয়ে সফল হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু অসাধু ব্যক্তিরা সরকারের নেশা মুক্ত অভিযানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নেশার রমরমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোস্টেলে জনজাতি ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু ঃ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর ।। রানিরবাজার ধূপছড়া নৌয়াই অ্যাকাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের হোস্টেলে এক ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। মৃতার পরিবারের লোকজন গভীরভাবে শোকাহত।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ১২ বছরের সানিয়া দেববর্মা নৌয়াই অ্যাকাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের হোস্টেলে থাকতো। কাল বিকেলে বাড়িতে ফোন করে কথাও বলে সে। এর কিছুক্ষণ পরই হোস্টেল থেকে ফোন করে জানিয়েছে সানিয়া জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রয়েছে।

মৃতার পরিবারের জনৈক সদস্য জানান, গতকাল বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ বাড়িতে ফোন করে খাতা কেনার জন্য টাকা চেয়ে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করেছিল সানিয়া। তার মা টাকা পাঠিয়ে দেবে বলে আশ্বাস দেওয়ার পর সে কান্না বন্ধ করে ফোন রেখে দেয়। এর কিছুক্ষণ পর একজন ম্যাম ফোন করে তার অবস্থার কথা পরিবারকে জানায়। তিনি আরো বলেন, পরিবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীপাবলি ঃ সেজে উঠছে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ অক্টোবর ।। উদয়পুরে একান্ন পীঠের এক পীঠ ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে দীপাবলী মেলায় প্রস্তুতি তুঙ্গে। মেলায় আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বহিরাজ্য থেকে আলোকসজ্জার সামগ্রী আনা হয়েছে। তাছাড়াও পূণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। থাকার ব্যবস্থা, শৌচালয়ের ব্যবস্থা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

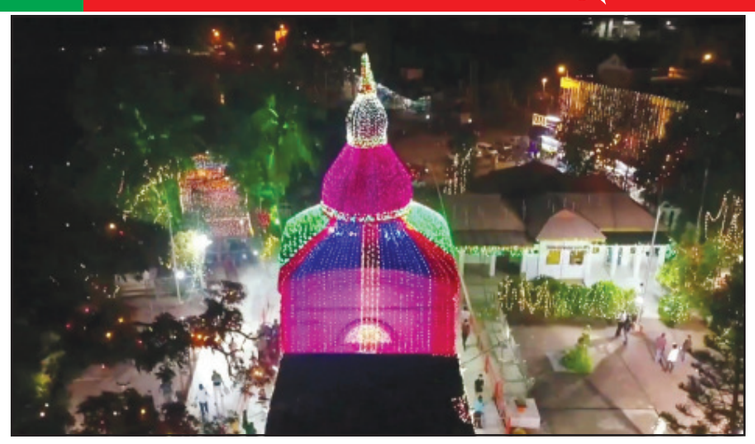

পূর্বে মাতাবাড়ীর দীপাবলী মেলা দুই দিন ধরে অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই মেলা তিন দিন ধরে উদযাপিত হয়। এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রসন্নতা বিরাজ করছে।

মাতাবাড়ী এক সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী জানান, এবছর দীপাবলী মেলা অন্য বছরের তুলনায় আরো উন্নত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আয়োজিত হতে চলেছে। রাস্তাঘাটের পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি বহিরাজ্য থেকে আলোকসজ্জার আমদানি করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ না হলে এবারের মেলা পূর্বের সকল রেকর্ড ভেঙে দেবে বলে আশাবাদী তিনি।

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ২৮ অক্টোবর
১১ কার্ত্তিক, সোমবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়া ভীতি

ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়া সরব হইলেন খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী। এটি একটি ভয়ঙ্কর প্রবণতা। এই প্রবণতা সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকিতে বার্তা দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ যাহাতে এই ধরনের দুষ্টচক্রের খপ্পরে পরিয়া খুয়াইতে না হয় সেই সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে। ১১৫ তম মন কী বাত অনুষ্ঠানে ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়া বিশেষ চিন্তা প্রকাশ করিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যেভাবে দেশের মানুষের কষ্টের টাকা অতি সহজে নিয়া চলিয়া যাইতেছে প্রতারকরা তাহা নিয়া চিন্তা প্রকাশ করেন তিনি। তিনি বলেন, যেভাবে ডিজিটাল অ্যারেস্টের মাধ্যমে মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ হাতাইয়া নেওয়া হইতেছে তাহা বিপজ্জনক। তাঁহার কথায়, ""প্রতারকরা ফোনে এমন পরিবেশ তৈরি করিতেছে যে মানুষ ভয় পাইয়া যাইতেছে। বলা হইতেছে, এক্ষুনি এটা করো, নয়তো গ্রেপ্তার করা

হইবে। আসলে পুরোটাই প্রতারণা।ভারতের মত জনবহুল দেশের কথা তুলিয়া ধরিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রতারণা আটকাইতে সব ধরণের ব্যবস্থা নিবে। কোথাও যদি কোনও গাফিলতি জানিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। এই পরিস্থিতি থেকে মোকাবিলা করিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনও সংস্থা আপনাকে এই ধরণের কথা বলিতে পারে না। এই কাজ একমাত্র যাহারা প্রতারণা করিতেছে তাহারাই বলিতে পারে। তাই এই রকম কোনও ফোন আসিলে তাহার থেকে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখুন। চিন্তা করিয়া তাহার পর উত্তর দিন।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট বলিতে এমন একটি প্রক্রিয়া বোঝায় যেখানে ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করিয়া কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা হয় বা তাহাদের উপর নজরদারি করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সীমিত করা, সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বা অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদ নিষ্ক্রিয় করা হইতে পারে। এটি বিভিন্ন আইনি, সাইবার নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহার হইতে পারে।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রায়ই সরকার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দ্বারা সাইবার ক্রাইম, বিদ্রোহী কার্যক্রম, বা অন্যান্য বেআইনি কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।ডিজিটাল অ্যারেস্ট বলিতে এমন একটি প্রক্রিয়া বোঝায় যেখানে ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা হয় বা তাদের উপর নজরদারি করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সীমিত করা, সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বা অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদ নিষ্ক্রিয় করা হইতে পারে। এটি বিভিন্ন আইনি, সাইবার নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহার হইতে পারে।ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রায়ই সরকার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দ্বারা সাইবার ক্রাইম, বিদ্রোহী কার্যক্রম, বা অন্যান্য বেআইনি কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এই ভয়ংকর প্রবণতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াইতে হইবে। অন্যতায় সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করিতে পারে।

অনলাইন জালিয়াতির অভিযোগ, শিলিগুড়িতে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইম

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : কোটি টাকার অনলাইন জালিয়াতির ঘটনায় শিলিগুড়িতে ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইম।

সূত্রের খবর, ২৫ সেপ্টেম্বর ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইমে অনলাইনে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন এক ব্যক্তি। ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করা মাত্রই তদন্ত শুরু হয়। এই সময় সাইবার ক্রাইম আধিকারিকরা সূত্র থেকে তথ্য পান যে এটি শিলিগুড়ির সাথে যুক্ত। এরপরই শুক্রবার ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইম টিম তদন্তে শিলিগুড়ি পৌঁছোয়। এরপর স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় কানকাটা মোড় সংলগ্ন একটি ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করা হয়। অভিযুক্তদের কাছ থেকে বেশ কিছু এটিএম কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবুক, সিম কার্ড ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইম টিম শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে এবং ট্রানজিট রিমান্ডে ব্যারাকপুর চলে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মামলার তদন্তের জন্য অভিযুক্তদের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

দেশ ও বিশ্বের অগ্রগতিতে অমূল্য অবদান রেখেছেন আইআইটিয়ানরা : রাষ্ট্রপতি

ভিলাই, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার আইআইটি ভিলাইয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আইআইটিয়ানরা নিজেদের অগ্রগামী চিন্তাভাবনা, পরীক্ষামূলক মানসিকতা, উদ্ভাবনী পদ্ধতি এবং দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেশ ও বিশ্বের অগ্রগতিতে অমূল্য অবদান রেখেছেন। তিনি আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন, আইআইটি ভিলাই, নতুন স্বপ্ন, নতুন পদ্ধতি এবং সর্বশেষ প্রযুক্তি সহ দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনবে।রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আদিবাসী ভাই ও বোনেরা প্রাকৃতিক জীবনধারার মাধ্যমে সঞ্চিত জ্ঞানের ভান্ডার। তাঁদের বোঝার মাধ্যমে এবং তাদের জীবনধারা থেকে শেখার মাধ্যমে আমরা ভারতের সুস্থায়ী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারি।'

গুরুগ্রামে একটি বাড়িতে ভয়াবহ আগুন, বিহারের বাসিন্দা ৪ জনের মৃত্যু

গুরুগ্রাম, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): হরিয়ানার গুরুগ্রামে একটি বাড়িতে আগুন লেগে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। শুক্রবার রাতে গুরুগ্রামের সেক্টর ১০ এলাকায় সরস্বতী এনক্লেভের একটি বাড়িতে আগুন লাগে। আগুনে দশম শ্রেণীর এক পড়ুয়া-সহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন - মহম্মদ শামীম (২২), নূর আলম (২৬), সাহিল (২৪) এবং আমান (১৭), সবাই বিহারের বাসিন্দা। নিহতরা রাজেশ কুমার জাংড়ার বাড়িতে থাকতেন। আমান একজন ছাত্র এবং অন্যরা একটি পোশাক রপ্তানিকারক কোম্পানিতে দর্জির কাজ করতেন। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাত ১২.১৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে, ৪ জন বাড়িতে ঘুমিয়েছিলেন। সেই সময় আগুন লাগে। ঘর ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। পরে ঘর থেকে ৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, শর্টসার্কিটের কারণেই এই আগুন লেগেছে।

এসএসসি নিয়োগ মামলা: 'মিডলম্যান' প্রসন্নের ১৬৩ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): এসএসসি নিয়োগ মামলায় ধৃত প্রসন্ন রায়ের ১৬৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি। তালিকায় রয়েছে হোটেল এবং রিসর্টও। শনিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে এক্স হ্যান্ডেলে একথা জানানো হয়েছে।

শনিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রসন্ন, তাঁর স্ত্রী কাজল সোনি রায়ের নামে থাকা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে একাধিক সতত জয় হোটেল, রিসর্টও।

দীপাবলি

উত্তর ভারতে দীপাবলি উপলক্ষে রঙিন গুঁড়ো দিয়ে দেওয়া রঙ্গোলি আলপনা। অন্য নাম দেওয়ালি, আলোর উৎসব, দীপোৎসব, দীপান্বিতা, আলোকোৎসব দীপাবলি হল হিন্দুদের একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এটি হিন্দু পঞ্জিকায় কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয়, যা গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে পড়ে। অন্যান্য ভারতীয় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও এটি উদযাপন করে থাকে। এটি আধ্যাত্মিক 'অন্ধকারের ওপর আলোর বিজয়, মন্দের ওপর ভালোর, এবং অজ্ঞতার ওপর জ্ঞানের প্রতীক'। এই দিন সব হিন্দুর বাড়িতে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তবে জৈন-শিখ ধর্মালম্বীরাও এই সময়ে একই ধরনের উৎসব পালন করে থাকেন। দীপাবলি ভারত, নেপাল, মরিশাস, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, গায়ানা, সুরিনাম, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ফিজিতে একটি সরকারি ছুটির দিন। বাংলাদেশেও এই দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছুটি দেওয়া হয়।

দীপাবলির রাতে প্রদীপসজ্জা- 'দীপাবলি' নামটির অর্থ 'প্রদীপের সমষ্টি'। এই দিন হিন্দুরা ঘরে ঘরে ছোটো মাটির প্রদীপ জ্বালেন। দীপাবলির অনুষ্ঠানে সারি-সারি প্রদীপের আলোতে স্বর্গের দেবতাকে গৃহে বরণ করে নেওয়া হয়। এই প্রদীপ জ্বালানো অমঙ্গল বিতাড়নের প্রতীক। উত্তর ভারতে দীপাবলির সময় নতুন পোশাক পরা, পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণের প্রথাও আছে।

দীপাবলির মাধ্যমে উপনিষদের আজ্ঞায় এই কথাটা খুবই সদৃঢ় ভাবে চরিতার্থ হয়ে ওঠে, অসতো মা সতগময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ অর্থাৎ, অসৎ হতে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার হতে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু হতে অমরত্বে নিয়ে যাও। সর্বত্র যেন ছড়িয়ে পড়ুক শান্তির বার্তা।

গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ঘটনা- উত্তর ভারতীয় হিন্দুদের মতে দীপাবলির দিনেই শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের নির্বাসনের পর অযোধ্যা ফেরেন। নিজের পরমপ্রিয় রাজাকে ফিরে পেয়ে অযোধ্যাবাসীরা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে সাজিয়ে তোলেন তাদের রাজধানীটাকে।

জৈন মতে, ৫২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাবীর দীপাবলির দিনেই মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করেছিলেন। ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে শিখদের ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ ও ৫২ জন রাজপুত্র দীপাবলির দিন মুক্তি

পেয়েছিলেন বলে শিখরাও এই উৎসব পালন করেন। আর্য সমাজ এই দিনে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যুদিন পালন করে। তারা এই দিনটি 'শারদীয়া নব-শস্যেষ্টি' হিসেবেও পালন করেন। এছাড়া, নেপাল-ভারত- বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই এই উৎসব নিয়ে উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

অগ্নি ফানুস-আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর দিন ধনতেরাস অথবা ধনত্রয়োদশী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দীপাবলি উৎসবের সূচনা হয়। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসব শেষ হয়। নবরাত্রি উৎসব অথবা বাঙালিদের দুর্গোৎসব শেষ হওয়ার ১৮ দিন পর দীপাবলি শুরু হয়। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে, মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বরের মধ্যে দীপাবলি অনুষ্ঠিত হয়।

ধনত্রয়োদশী
ধনতেরাস

ধনত্রয়োদশী বা ধনতেরাসের দিন অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অর্থবর্ষের সূচনা হয়; লোকজন নতুন বর্তন, বাসন, গয়না প্রভৃতিও কিনে থাকেন এই দিনে। তবে বেশির ভাগ বাঙালি ব্যবসায়ীদের অর্থবর্ষের সূচনা হয় পহেলা বৈশাখে।

ভূত চতুর্দশী
মূল নিবন্ধ: ভূত চতুর্দশী

দ্বিতীয় দিনটিকে বলে ভূত চতুর্দশী। এই দিনে বাঙালিরা বাড়ির চোদ্দোটা এঁদো কোণায় চোদ্দোটা প্রদীপ জ্বালিয়ে কালো মুছিয়ে আলোকিত করে তোলেন বাড়িটাকে। কথায় আছে যে এমনটা করলে ভূতপ্রেত পরিবার আর স্বজনদের ঘাড়ের কাছে নড়তে পারে না; এমনটাও লোককথায় শোনা যায় যে, এই প্রদীপসজ্জার মাধ্যমে পরিবারের পিতৃপুরুষদের অনুষ্ঠানে পদার্পণ করার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়, যাতে তারা মায়ের বাৎসরিক আগমনে উপস্থিত হয়ে সবাইকে শুভাশিস দিয়ে নিজেরা মায়ের আশীর্বাদে মোক্ষ লাভ করবেন।

অমাবস্যায় উৎসব-তৃতীয় দিন কার্তিক অমাবস্যায় যেখানে উত্তর ভারতে লক্ষ্মীর পূজা চলছে, পশ্চিমবঙ্গে দারুণ জাঁকজমকে ঘটা করে পালন করা হয় কালীপূজা। অবশ্য সেদিন আদি পশ্চিমবঙ্গ বাসিন্দারা, ঘটিরা, বাড়িতে লক্ষ্মীর পূজাও করে থাকেন। তবে আদি বাংলাদেশি হিন্দুদের, বাঙালদের, এই নিয়ম নেই; তা অনেকে বাড়িতেও কালীপূজা করেন, যদিও এই পূজার বারোয়ারি ভাবে পালন হওয়ার প্রচলন বেশি। কখনো কখনো কালীপুজোর দিন আর দীপাবলির দিন পৃথকও হতে

মহাভারতের ঐতিহাসিকথা

বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে সর্বপূর্ববর্তী। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি History ই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুক্কুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না "ধর্মার্থকাম মোক্ষাণাম

পদেশসমন্বিতম পূর্ববৃত্তক থাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।"

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটসপ্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেমহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy Herodotus প্রভৃতিকে) আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা এমন বলেন না যে, ইঁহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইঁহারা পরিত্যাজ্য। তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইঁহারা নিজেও বর্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা হেরোডোটাস অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহা এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীকলিপি বা হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও উপস্থিত হইতে পারে যে Giffon বা Froude অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটস্কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না। পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসর্গিকতার বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্নানুসরণই যদি বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীকলেখক Megasthenes এবং Ktesias এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য,সে জন্য ইঁহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বাসযোগ্য কাব্য!! কি অপরাধে?

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, ঐ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ববর্তী লেখকের রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছেমহাভারতেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাইমহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিতে হইলে, তাহাতে পরবর্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান নালিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কেন না, প্রাচীন একখানা কাপির দ্বারা অন্য কাপির শুদ্ধাশুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপিবিদ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্বপ্রথানুসারে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ, মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদিগের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহা আজি পর্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন। এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা ইউরোপীয়দিগের মত

অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা তাঁহাদিগের শিষ্য। তাঁহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব।

বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাঁহারা Moor ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জানিতেন না, এজন্য এদেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে "Moor" বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে Epic কাব্য ভিন্ন পদ্যে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই ঐ দুই গ্রন্থ Epic কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, তবে আর উহার ঐতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দেশী শিষ্যেরা ছাড়েন নাই। কেন, মহাভারতকে সাহেবরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাঁহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সর্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত; বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর; ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে Epic বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইলও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীনও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্যহেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাইমহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে।

মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মূর্খের মত কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্তব্য? বিখ্যাত চত্রত্নত্র সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্মনির অরণ্যনিবাসী বর্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্বদা যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, Chrysostom নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ী-মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না, কেন না, পাণিনিও তাঁহার মতে "কালকের ছেলে"। তবে একজন ইউরোপীয়ের পবিত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একজন ইউরোপীয় লেখক (Megasthenes) যিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল না। এখানে জর্মান পণ্ডিতটি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের ভারতসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ তাঁহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলনপূর্বক ডাক্তার শ্বান্বেক (Dr. Schwanbeck) নামক একজন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাই এখন মেগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত; সুতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে আদ্যোপান্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিসমহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তাঁহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক হিন্দু জর্মানি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতকে দুর্নীতি মুক্ত ও একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পালন হবে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ

মালিগাঁও, ২৭ অক্টোবর, ২০২৪: ২৮ অক্টোবর থেকে ০৩ নভেম্বর, ২০২৪ পর্য্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রত্যেকটি ডিভিশন, ওয়ার্কশপ ও কনস্ট্রাকশন ফিল্ড ইউনিটে পালন করা হবে 'সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ'। ২০২৪-এর এই সচেতনতা সপ্তাহের থিম "দেশের সমৃদ্ধির জন্য সত্যনিষ্ঠার সংস্কৃতি"-এর ভিত্তিতে হবে। মালিগাঁওস্থিত জিএম অফিসে এবং জিএম (কনস্ট্রাকশন) অফিসে যথাক্রমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (কনস্ট্রাকশন) জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অরুণ কুমার চৌধারী শপথ পাঠ করাবেন। সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিবারের কর্মচারীদের সাথে প্রত্যেক ডিভিশনের ডিআরএমরা ও এই সপ্তাহ পালন করবেন। এই শপথের প্রধান লক্ষ্য হলো সমস্ত বিভাগীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতা নিয়ে আসা, যার ফলে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সহ জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র দুর্নীতি মুক্ত করা যাবে। সপ্তাহব্যাপী সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ চলাকালীন সময়ে রেলওয়ে কর্মচারী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে একাধিক কর্মসূচি পালন করা হবে। সচেতনতা সপ্তাহ পালনের অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় ও ডিভিশনগুলির সব বিভাগীয় আধিকারিকদের সাথে পদ্ধতিগত উন্নয়নের জন্য একাধিক বার্তালাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এন. এফ. রেলওয়ের (ওপেন লাইন এবং নির্মাণ সংস্থা) উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে "দেশের সমৃদ্ধির জন্য সত্যনিষ্ঠার সংস্কৃতি" বিষয়ের উপর "সংগোষ্ঠী" আয়োজন করা হবে। রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি, নেতাজি বিদ্যাপীঠ হায়ার সেকেন্ডারি, কে. ভি. মালিগাঁও স্কুল এবং আলিপুরদুয়ারের জোনাল রেলওয়ে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রচনা লিখন, চিত্রাংকন ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে গুয়াহাটির প্রাগজ্যোতিষ কলেজে "দেশের সমৃদ্ধির জন্য সত্যনিষ্ঠার সংস্কৃতি" থিমের উপর আন্তঃমহাবিদ্যালয় ডিবেট অনুষ্ঠিত হবে। দুর্নীতির কু-প্রভাব সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে রেল কর্মী ও ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের দ্বারা পথনাটিকা অনুষ্ঠিত করা হবে। এই সপ্তাহ পালনের সময় সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি সতর্কতা বুলেটিন উন্মোচন করা হবে এবং একটি ওয়াকাথনের আয়োজন করা হবে।

সাইবার প্রতারণার হাত থেকে রেহাই পেতে পরামর্শ কলকাতার পুলিশ কমিশনারের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : আগামী উৎসবের দিনগুলোতে আনন্দে মেতে উঠতে গিয়ে যেন পকেট ফাঁকা না হয় এই পরামর্শ কলকাতা পুলিশের। মূলত সাইবার প্রতারণার খপ্পরে পড়তে মানা। এর থেকে সাবধান থাকতেই চটজলদি পরামর্শ, কলকাতা পুলিশের কাছে সবিস্তারে অল্প সময়ের মধ্যেই তা জানাতে আহ্বান। রবিবার এ নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা এ প্রসঙ্গে জানান, ঘটনার পর দেরি হয়ে গেলে গায়েব হয়ে যাওয়া টাকা উদ্ধার করতে গিয়ে জটিলতা বাড়ে। ঘটনার অব্যবহিত পরেই তার জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হলেই বরং সুবিধা মেলে। যদিও রবিবার ছুটির দিনেই কেনাকাটাতে ব্যস্ত আম জনতা। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে সিংহভাগ অপরাধীরা তৎপর। সক্রিয় হয়ে ওঠে অনলাইন কেনাকাটার সময়েই সংশ্লিষ্ট অপরাধীরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে যদিও সচেতনতা বাড়াতে পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার নির্দেশ, - কালীপুজো, দেওয়ালি ও ছট পুজো ছাড়াও বাকি রয়েছে জগদ্ধাত্রী পুজো। তাদের কড়া নজর সেদিকেই, ওত পেতে থাকে। একটানা উৎসবের মরসুমকে কাজে লাগাতে বরাবর তৎপর হয় সাইবার প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত সব অপরাধীরা। অনলাইন কেনাকাটাতে ব্যস্ত ক্রেতা সাধারণের কাছে তাই এমন আর্জি, কেনাকাটার আগে একাধিকবার পরখ করে নিয়েই সবশেষে পেমেন্ট করলে সুবিধা এবং ফাঁদে পড়ার যে সম্ভাবনা অনেকাংশে তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব বলে মনে করেন পুলিশ কমিশনার শ্রী ভার্মা। তিনি আরও বলেন, এই বিশেষ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে বেকুব বানাতে ওস্তাদের কারসাজি থেকে রেহাই মেলে। মুহূর্তের মধ্যে একাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়ে যায়। কলকাতা পুলিশের সাইবার শাখা সদা জাগ্রত রয়েছে। এদিকে, চোখের পলক না ফেলতেই বিপত্তি বাধে। এই সুযোগকে আটকাতে দরকার ক্রেতাদের সচেতনতা। কেনাকাটার পর বিল পেমেন্ট করতে গিয়ে বারবার চেক করে সঠিকভাবে পেমেন্ট করে দিন। সর্বোপরি নিজেকে ও পরিবারকে এবং সম্প্রদায়কে বাঁচাতে সত্যিই তৎপর হোন।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে শিশুর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : রবিবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার অবহেলার আরও একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। সময়মতো চিকিৎসক না পাওয়া ও চিকিৎসায় অবহেলার কারণে সাত বছর বয়সী হামিদ রাজার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। জ্বর, সর্দি, কাশির সমস্যায় শিশুটিকে মঙ্গলবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনার পর নিহতের পরিবারের লোকজন হাসপাতাল চত্বরে ভাঙচুর করে। যার জেরে উত্তেজনা বেড়ে যায়। পরে হাসপাতালে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

মাটিগাড়ার বাসিন্দা নিহত শিশুর বাবা রাবেল রহমান অভিযোগ করেছেন, মঙ্গলবার জ্বর, সর্দি, কাশি, কান, নাক ও গলায় সমস্যা নিয়ে তার ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার গভীর রাতে তার ছেলেকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে রবিবার সকালে ছেলের শারীরিক অবস্থার আবার অবনতি হয়। তাকে আবার হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকরা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। ছেলেকে দেখতে রাজি হননি। পরে তার ছেলেকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তার আগেই মৃত্যু হয়।

বাবার অভিযোগ, সময়মতো চিকিৎসক না পাওয়ায় এবং সঠিক চিকিৎসা না করায় সন্তানের মৃত্যু হয়। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, সময়মতো চিকিৎসক পাওয়া গেলে এবং চিকিৎসায় অবহেলা না হলে হয়তো তার সন্তান বেঁচে থাকতো।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়ে মন কি বাতে উদ্বেগ প্রকাশ মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাতে দেশে বেড়ে চলা ডিজিটাল অ্যারেস্ট দুর্নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেভাবে ডিজিটাল অ্যারেস্টের মাধ্যমে মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে তা বিপজ্জনক। তাঁর কথায়, প্রতারকরা ফোনে এমন পরিবেশ তৈরি করছে যে মানুষ ভয় পেয়ে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, এক্ষুনি এটা করো, নয়তো গ্রেফতার করা হবে। আসলে পুরোটাই প্রতারণা। তিনি বলেন, ডিজিটাল অ্যারেস্ট বলে কোনও ব্যবস্থাই আমাদের আইনে নেই। এটা কেবলমাত্র একটা প্রতারণা, একটা জোচ্চুরি, একটা মিথ্যে, দুর্নীতি আর যে সব মানুষ এই ধরণের কাজ করে, তারা সমাজের শত্রু। ডিজিটাল অ্যারেস্ট এর নামে যে সব জালিয়াতি চলছে তার মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন তদন্তকারী এজেন্সি রাজ্য সরকার এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। এই এজেন্সিগুলির মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে ন্যাশনাল সাইবার কোঅর্ডিনেশন সেন্টার নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে।

পদাতিক বাহিনী দিবসে জওয়ানদের কুর্নিশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): পদাতিক বাহিনী দিবস উপলক্ষে ভারতীয় সেনাদের কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি জানান, পদাতিক বাহিনী দিবসে, আমরা সমস্ত সেনা এবং বরিষ্ঠ সেনাদের অদম্য সাহসকে কুর্নিশ করি, যাঁরা আমাদের রক্ষা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তাঁরা প্রতিটি প্রতিকূল পরিস্থিতির সামনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, যাতে আমাদের দেশের নিরাপত্তা বজায় থাকে। পদাতিক বাহিনীর শক্তি, সাহসিকতা এবং কর্তব্যবোধ প্রত্যেক ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে।

হরিশচন্দ্রপুরে লরির ধাক্কায় আহত যুবক, ভাঙচুর লরিতে

মালদা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : রবিবার মালদার হরিশচন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত মহেন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় লরির সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন এক বাইক আরোহী। আহত যুবকের নাম এমডি জীবন। দুর্ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় উত্তেজিত জনতা লরিতে ভাঙচুর শুরু করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,

পেট্রাপোল সীমান্তে মৈত্রী গেট ও যাত্রী প্রতীক্ষালয় উদ্বোধন অমিত শাহের

বনগাঁ, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে অত্যাধুনিক যাত্রী প্রতীক্ষালয় ও নতুন প্রবেশদ্বার মৈত্রী গেটের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার ওই উদ্বোধন কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর-সহ স্থানীয় বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। এদিন দুপুরে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে পেট্রাপোল স্থল বন্দরে পৌঁছন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রথমে তিনি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধন করেন।

তারপর তিনি গোটা প্রতীক্ষালয়টি ঘুরে দেখেন। দ্বিতীয় কর্মসূচিতে অমিত শাহ মৈত্রী গেটের উদ্বোধন করেন।

মৈত্রী গেটের উদ্বোধন শেষে পেট্রাপোল বন্দরে অস্থায়ী মঞ্চে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন।

১৮ মিনিটের বক্তব্যে তিনি পেট্রাপোলের নবনির্মিত প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে যাত্রীরা যে সমস্ত অত্যাধুনিক সুবিধা পাবেন, সব কথা তিনি উল্লেখ করেন। মৈত্রী গেট উদ্বোধন হওয়ায় দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়বে বলেও তিনি জানিয়েছেন। আগামী দিনে পেট্রাপোল বন্দরের আরও উন্নয়ন হবে বলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন।

লখনউয়ের একাধিক হোটেলে বোমা হামলার হুমকি, তদন্তে পুলিশ

লখনউ, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার লখনউয়ের একাধিক নামী হোটেলে বোমা হামলার হুমকি। জানা গেছে, ইমেলের মাধ্যমে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়। খবর পেয়েই পুলিশ হোটেলগুলিতে কড়া তল্লাশি শুরু করে।

জানা গেছে, হোটেলগুলিতে পুলিশ বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ও ডগ স্কোয়াড নিয়ে গিয়ে তদন্ত শুরু করে এদিন।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই লখনউ বিমানবন্দর সহ একাধিক বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

তারপরে আবার হোটেল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি পেতেই তৎপর হয় পুলিশ। কে এই হুমকি ইমেল পাঠালো, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

বিমানে বোমা হামলার হুমকি নিরাপদে অবতরণ উড়ানের

অযোধ্যা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): বেঙ্গালুরু থেকে অযোধ্যায় আসা একটি বিমানে বোমা হামলার খবরে আতঙ্ক তৈরি হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় হুমকি বার্তা পাওয়ার পর বিমানটিকে অযোধ্যার মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে কোনও বোমা বা সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, বিমানটিতে ১৭৩ জন যাত্রী ছিলেন। সবাইকে বিমান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়। পাইলট বুদ্ধিমত্তা দেখিয়ে বিমানের যাত্রীদের বোমার বিষয়টি জানাননি। বিমানটি অবতরণ করিয়ে যাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর তল্লাশি শুরু হয়। কোনও বোমা বা সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন বিমানবন্দরের এক আধিকারিক। কে বোমা হামলার হুমকি দিলো, তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

লাইভ চেস রেটিংয়ে ২৮০০ অতিক্রম করায় অর্জুন এরিগেসিকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগেসিকে লাইভ চেস রেটিং-এ ২৮০০ অতিক্রম করার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।ভারতীয়দের গর্বিত করার জন্য তাঁর অসাধারণ প্রতিভা এবং দৃঢ়তার প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, অর্জুন এরিগেসির এই অর্জন আরও অনেক তরুণকে অনুপ্রাণিত করবে।

রাঁচির ধুরভা বাঁধ থেকে উদ্ধার এক মহিলার মৃতদেহ

রাঁচি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রাঁচির ধুরভা বাঁধ থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা গেছে, রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজন বাঁধের মধ্যে মৃতদেহ দেখতে পান। এরপর তাঁরাই বিষয়টি পুলিশকে জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় ডুবুরিদের সহায়তায় মহিলার মৃতদেহ জল থেকে উদ্ধার করে। জানা গেছে, মৃতার নাম রেশমা পারভীন। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ব্রাউন সুগারসহ তিন পাচারকারী গ্রেফতার

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : ৫১৫ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ তিন পাচারকারীকে আটক করেছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ও মাটিগাড়া থানা পুলিশ। ধৃত চোরাকারবারিদের নাম আকরুজ জামান, বিলাল শেখ ও কৃষ্ণ বর্মণ। তাদের মধ্যে আকরুজ ও বিলাল মালদার বাসিন্দা এবং কৃষ্ণা কোচবিহারের বাসিন্দা। চোরাকারবারিদের কাছ থেকে একটি স্কুটারও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা

সল্টলেকে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে বাংলায় ১ কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন অমিত শাহ

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : রবিবার সল্টলেকে পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে বাংলায় ১ কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেন অমিত শাহ। এদিন তিনি বলেন, 'বাংলা থেকেই বিজেপির শুরু সেই বিজেপি আজ বটবৃক্ষ হয়েছে। তাই সোনার বাংলা গড়তে বিজেপিতে যোগ দিন।' উন্নয়নই বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য বলে দাবি করেন তিনি। রাজ্য সরকারকে বিঁধে অমিত শাহের অভিযোগ, সন্দেশখালি থেকে আর জি কর হাসপাতাল, মহিলারা কোথাও নিরাপদ নন। গোরু পাচার থেকে কয়লা পাচার রুখতে পারে একমাত্র বিজেপিই। ২০২৬ সালে বিজেপিকে আটকানো যাবে না।' আসন্ন মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খন্ডেও বিজেপি জিতবে বলে দাবি করেন অমিত শাহ।

পঞ্জাবের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে পাকিস্তানি ড্রোন উদ্ধার বিএসএফের

চণ্ডীগড়, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): পঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে যৌথ তল্লাশি অভিযানের সময় শনিবার রাতে পঞ্জাবের তরণতারণ জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে একটি পাকিস্তানি ড্রোন উদ্ধার করেছে বিএসএফ। এই ড্রোনটি একটি ধানক্ষেতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

বিএসএফ জানিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিএসএফ এবং পঞ্জাব পুলিশ যৌথভাবে সীমান্তবর্তী এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়, সেসময়ই ওই ড্রোন উদ্ধার করা হয়। জানানো হয়েছে, চিনে তৈরি ওই ড্রোনটি ভারতীয় সীমান্তে মাদক ও অস্ত্র পাচারের জন্য পাকিস্তান ব্যবহার করতো। বিএসএফ-এর অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্জাব পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

রবিবার খুঁদে শিল্পীদের নিয়ে এক রাজধানীতে এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

TRIPURA FILM & TELEVISION INSTITUTE
IN QUEST OF CINEMATIC EXCELLENCE
TFTI
TRIPURA FILM & TELEVISION INSTITUTE
Cordially invites you for the
Certificate Distribution Ceremony
Tuesday, October 29, 2024 at 4:00 pm
TFTI Building, Nazrul Kalakshetra, Agartala
In the august presence of
Prof (Dr) Manik Saha
Hon'ble Chief Minister of Tripura
as Inaugurator & Chief Guest.
Dr P.K. Chakravarty
Secretary, ICA
as Guest of Honour.
Sri Samiran Datta
Director-in-Charge, SRFTI
as Special Guest.
Bimbisar Bhattacharya
Director
Information & Cultural Affairs
(Director, TFTI)
ICA/D-1147/24
Join us in screening of Short Films produced & developed by Students of TFTI under the guidance of SRFTI, Kolkata

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চোখের পল্লব বড় করতে আইল্যাশ কার্লার ব্যবহার করেন ?

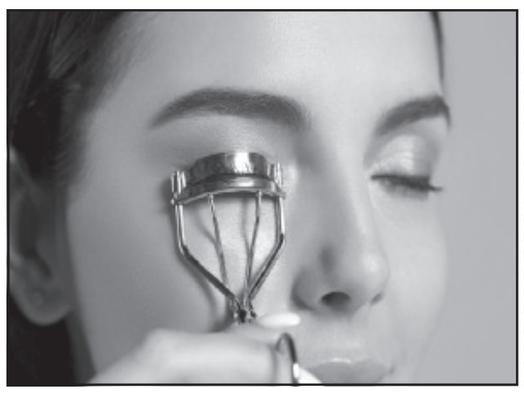

চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে কাজল, আইলাইনার কত কিছুই তো ব্যবহার করা হয়। মেকআপের সময় চোখের সাজ ঠিকমতো না হলে কিন্তু দেখতে মোটেই ভাল লাগে না। চোখের পাতা ঘন দেখাতে, মাস্কারা ব্যবহার করেন অনেকে। কিন্তু চোখের পাতা যদি সুন্দর, বড় বড় না হয়, তা হলে মাস্কারা লাগিয়েও খুব একটা লাভ হবে না।

সে ক্ষেত্রে মুশকিল আসান করতে পারে আইল্যাশ কার্লার। অনেকেই মনে করেন, আইল্যাশ কার্লার অর্থাৎ, চোখের পালক কোঁকড়ানোর যন্ত্র ব্যবহার করা আদতে চোখের জন্য খারাপ। এই ধারণা একেবারেই ভুল। তবে, সঠিক পদ্ধতি না জেনে আইল্যাশ কার্লার ব্যবহার করলে, চোখের পল্লব ছিঁড়ে যেতে পারে।

১) প্রত্যেকের চোখের পলকের মাপ আলাদা। তাই পাতার মাপ বুঝে আইল্যাশ কার্লার কেনা জরুরি।

২) মেকআপের ব্রাশ বা স্পঞ্জের মতোই প্রতি বার ব্যবহারের পর আইল্যাশ কার্লার ধুতে হবে। পারলে ব্যবহার করার আগেও ধুয়ে নেবেন।

৩) চোখের পাতা কোঁকড়ানোর আগে, ব্লো ড্রায়ার দিয়ে আইল্যাশ কার্লারের সামনের অংশ গরম করে নিন। এতে করে চোখের পাতায় সংক্রমণ হওয়া ঠেকানো যায় অনেকটাই।

৪) চোখের পাতায় মাস্কারা ব্যবহার করার আগেই আইল্যাশ কার্লার ব্যবহার করবেন।

৫) অনেকটা সাঁড়াশির মতো দেখতে এই যন্ত্রটি ধরার বিশেষ কায়দা আছে। সঠিক কায়দা জেনে তবেই ব্যবহার করুন। কার্লার দিয়ে চোখের পালক চেপে ধরে হাত কখনওই নীচের দিকে নামাবেন না। উঁচু করে রাখবেন। চোখের পলক যন্ত্রে চেপে থাকা অবস্থায়, কোনও ভাবেই যেন হাত ফস্কে না যায়।

৬) বছরের পর বছর ধরে একই যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। অন্যের ব্যবহার করা যন্ত্র ব্যবহার করা থেকেও বিরত থাকবেন।

৭) নিয়মিত আইল্যাশ কার্লার ব্যবহার করবেন না। সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করলেও অতিরিক্ত ব্যবহার চোখের পাতার ক্ষতি করতে পারে।

রোজই পাতিলেবু খান এবং তার খোসা দিয়ে একাধিক খাবার তৈরি করা যায়

এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ জলে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খান। ডাল-ভাতের উপর কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ছড়িয়ে নিলেও খেতে মন্দ লাগে না। শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য যেটুকু ভিটামিন সি প্রয়োজন, তা লেবুর রসেই পাওয়া যায়। পাতিলেবুর রস নিংড়ে নেওয়ার পর যে খোসাটি পড়ে থাকে, তা সাধারণত ফেলেই দেওয়া হয়।

লেবুর খোসা যে রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। আবার, লেবুর খোসার গুণও কম নয়। লেবুর খোসায় রয়েছে ফাইবার। এ ছাড়া "পেকটিন" নামক একটি উপাদানও রয়েছে লেবুর খোসায়। যা ঘন ঘন খিদে পাওয়ার প্রবণতা রুখে দিতে পারে। লেবুতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় তা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই লেবুর খোসা ফেলে দেওয়ার আগে দেখে নিন, কোন কোন খাবারে তা ব্যবহার করা যায়।

১) বেকিংয়ে:

অনেকেই বেক করার সময়ে লেবুর খোসার উপরের পাতলা সবুজ অংশটি গ্রেট করে ব্যবহার করেন। তা কেক, কুকি বা বেক করা অন্যান্য পদের স্বাদ এবং ঘ্রাণ অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। ২) ইনফিউস অয়েল: তিলের তেল বা অলিভ অয়েলের মধ্যে পাতিলেবুর খোসা ভিজিয়ে রাখা যেতে পারে। স্যালাড বা পাস্তা ড্রেসিংয়ের সময়ে এই তেল ব্যবহার করা যায়।

৩) লেবু লজেন্স: বাড়িতেই লেবুর গন্ধযুক্ত লজেন্স বানিয়ে ফেলতে পারেন। চিনির রসে পাতিলেবুর খোসা গ্রেট করে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। রস ঘন হয়ে এলে লজেন্সের ছাঁচে ঢেলে রেখে দিন। কয়েক ঘণ্টা ওই ভাবে রেখে দিলে লজেন্স তৈরি হয়ে যাবে।

৪) চা: চায়ের পাতার সঙ্গে সামান্য পরিমাণে পাতিলেবুর খোসা গ্রেট করে দিয়ে দিন। লেবুর ঘ্রাণযুক্ত গরম চায়ে চুমুক দিতেই পারেন। ঠান্ডা হলেও মন্দ লাগবে না। চাইলে কয়েক টুকরো আদা এবং পুদিনা পাতাও মিশিয়ে নিতে পারেন।

৫) স্যুপ: মরসুম বদলের সময়ে ঘরে ঘরে গলাব্যথা, সর্দিকাশি হচ্ছে। এই সময়ে চায়ের বদলে গরম স্যুপ খেলেও মন্দ হয় না। মুরগির মাংস বা সব্জি দিয়ে তৈরি স্যুপে উপর থেকে লেবুর খোসা গ্রেট করে ছড়িয়ে দিন। বন্ধ নাক খুলবে, খেতেও ভাল লাগবে।

দই থেকে ঝালমুড়ি, সবেতেই চাট মশলার ব্যবহার কিভাবে বানাবেন

মুড়িমাখা হোক কিংবা পকোড়া, স্যালাড, ঘোল, লস্যি, চাট এমনকি নিরামিষ তরকারি স্বাদে চমক আনে এক চিমটে চাটমশলা। তাই বাড়িতে বেশি করে চাটমশলা কিনে রাখেন অনেকেই। খাবারে একটু চাট মশলা ছড়িয়ে দিলে স্বাদ হয় মুখরোচক। এই মশলার স্বাদ অনেকেরই ভীষণ প্রিয়। এতই পছন্দ যে ছাতু গোলার মধ্যে একটু চাট মশলা মিশিয়ে খান। তবে অনেক সময় বাজারের চাট মশলার স্বাদ বিশেষ ভাল হয় না। তা ছাড়া বাজারচলতি মশলায় নানা উপকরণ থাকে। যেগুলি শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়। তাই সবচেয়ে ভাল হয় যদি বাড়িতেই চাট মশলা বানিয়ে নিতে পারেন। একেবারে সহজ পদ্ধতি। বিশেষ ঝক্কি ছাড়াই চাট মশলা বানানো যায়। রইল প্রণালী। উপকরণ:

১০-১৫টি শুকনো লঙ্কা
২ টেবিল চামচ জিরে
২ টেবিল চামচ ধনে
২০টি গোটা গোলমরিচ
২ চা চামচ মৌরি
২ চা চামচ রাধুনি
২ চা চামচ মেথি
৩ চা চামচ কালো জিরে
১০টি লবঙ্গ
৫ চা চামচ লবঙ্গ
২ চা চামচ বিট নুন

প্রণালী: সব মশলাগুলি খানিকক্ষণ শুকনো কড়াইয়ে সেঁকে নিতে হবে। একটু গন্ধ বেরিয়ে কুড়মুড়ে হয়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। তার পর একটি মিক্সিতে ঘুরিয়ে ভাল করে গুঁড়ো করে নিন। একটি ছোট কাচের শিশিতে ভরে রাখুন। সুবিধা মতো রান্নায় দিতে পারেন। এই মশলা বেশি দিন ভাল রাখতে চাইলে ফ্রিজে রাখুন।

চিয়া বীজ যদি ডাবের জলে ভিজিয়ে খাওয়া যায়, তা হলে কী কী উপকার পাবেন ?

ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় চিয়া বীজের পরোক্ষ একটা ভূমিকা রয়েছে। চিয়া হজমশক্তি বাড়িয়ে তোলে। আর হজম ঠিকঠাক হলে ওজন কমানো অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। তাই অনেকেই নিয়ম করে চিয়া বীজ খান। তবে এই বীজের সঙ্গে যদি ডাবের জল খান, তা হলে কি বাড়তি কোনও সুফল পাওয়া যাবে? ডাবের জলও যথেষ্ট উপকারী। এমনিতে চিয়া বীজ জলে ভিজিয়েই খেতে হয়।

বদলে যদি ডাবের জলে ভিজিয়ে খান, তা হলে কী কী সুফল পাবেন?

শরীর আর্দ থাকবে- ডাবের জলে রয়েছে ইলেক্ট্রোলাইট উপাদান, যা শরীরের আর্দতা বজায় রাখে। শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হতে পারে না। এই পানীয় এক দিকে শরীরে জলের পরিমাণ কমতে দেয় না। অন্য দিকে চিয়া বীজ হজমক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়ে যায়।

শরীর ফাইবার পায়- ডাবের জল এবং চিয়া দু'টিতেই ফাইবারের পরিমাণ বেশি। ফলে একসঙ্গে খেলে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার পৌঁছয়। তাতে হজম ভাল হয়। খাবার সঠিক প্রক্রিয়ায় হজম হলে রোগা হতে বেশি কষ্ট করার দরকার পড়ে না।

মানসিক শান্তি বজায় রাখে

চিয়া বীজের মতো ডাবের জলেও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে। এই উপাদান শরীরের পাশাপাশি মনেরও খেয়াল রাখে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হরমোনের নিঃসরণ কমায়। ফলে যে কোনও মানসিক উদ্বেগ, চিন্তাও দূরে থাকে।

শরীর চনমনে থাকে- ডাবের জল এবং চিয়া শরীর ভিতর থেকে চাঙ্গা এবং চনমনে করে তোলে। রোজের ব্যস্ততায় শারীরিক ক্লান্তি সহজেই হানা দেয়। তাতে কাজের গতি কমে যায়। তবে নিয়ম করে ডাবের জলে ভেজানো চিয়া খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করলে ক্লান্তি সহজে ধরা দেয় না।

কিছু পানীয় কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে

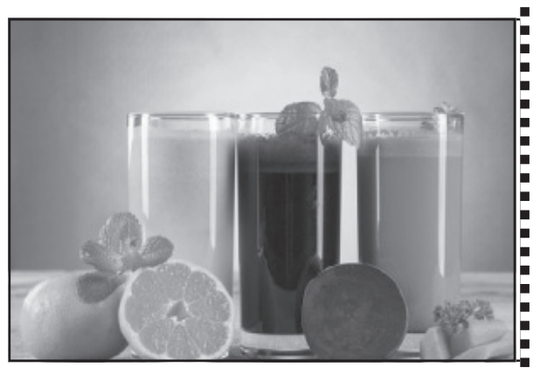

কোলেস্টেরল মানেই হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি। তাই কোলেস্টেরল কোনও ভাবেই বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু সব সময় নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয় না। খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম হয়েই যায়। সদ্য উৎসব পেরোল। আনন্দ-উৎসবের সময় খাওয়াদাওয়ায় বিধিনিষেধ মেনে চলা সত্যিই বেশ কঠিন ব্যাপার। তবে অনিয়ম করলেও কী ভাবে সুস্থ থাকা যায়, তার উপায়ও জেনে রাখতে হবে। কিছু পানীয় কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। চুমুক দিতে পারেন তেমন কিছু পানীয়ে।

গ্রিন টি-শরীর ঝরঝরে রাখতে অনেকেই রোজ গ্রিন টি খান। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি কোলেস্টেরলের সঙ্গে লড়তেও গ্রিন টি অত্যন্ত উপকারী। গ্রিন টি-তে থাকা ক্যাটাচিন এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট উপাদান কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। গবেষণা জানাচ্ছে, দু'মাস একটানা রোজ গ্রিন টি খেলে খারাপ কোলেস্টেরল এলডিএলের মাত্রা ১৪ শতাংশ কমে যায়।

বেরির স্মুদি- ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি, ক্র্যানবেরিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও ফাইবার। কম ফ্যাট যুক্ত দুধের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বেরি মিশিয়ে তৈরি করে নিন স্মুদি। কোলেস্টেরলের সমস্যা থাকলে সকালের জলখাবারে বেরির স্মুদি রাখতেই পারেন। সপ্তাহে ৩ দিন খেলেই কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। **কমলালেবুর রস**- কমলালেবুর রস খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। কিছু দিন পরেই শীত চলে আসবে। বাজারে ভরে যাবে কমলালেবু। কমলালেবু ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি করে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, প্রতি দিন দু'কাপ করে কমলালেবুর রস খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। কমলালেবু শুধু কোলেস্টেরল নয়, হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে।

জ্যিভর কোন রং কোন বিপদের ইঙ্গিত ?

ভাইরাল জ্বর হোক কিংবা পেটব্যথা চিকিৎসকদের কাছে গেলেই তাঁরা সবার আগে রোগীর জিভ দেখতে চান। কেন বলুন তো? খাবারের স্বাদ কেমন তা বুঝতে যেমন জিভের উপরেই ভরসা রাখতে হয়, তেমনই শরীর হাল বুঝতেও কাজে আসে এই অঙ্গ। জিভের স্বাভাবিক হালকা গোলাপি রং বদলে গেলে তা বিভিন্ন সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। অনেক সময়ে জিভের উপর সাদাটে আস্তরণ পড়তে দেখা যায়। কেন হয় এমন? চিকিৎসকদের মতে, মুখের স্বাস্থ্যের সঠিক খেয়াল না রাখলে জিভের উপর সাদা আস্তরণ পড়ে। ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণে এমনটা হতে পারে। শরীরে জলের ঘাটতি হলেও জিভ সাদা হয়ে যায়। নিয়মিত মদ্যপান, ধূমপান করলেও কিন্তু জিভের উপর সাদা স্তর পড়ে। এ ছাড়া কিছু রোগের ক্ষেত্রেও জিভ দেখেই যাচাই করেন চিকিৎসকেরা। জেনে নিন কখন সাবধান হবেন। ১) মুখের ভিতরেই "ক্যান্ডিডা ইস্ট" নামের এক প্রকার ছত্রাক থাকে। এই ছত্রাকটি মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেলেও জিভে সাদাটে আস্তরণ তৈরি হতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলে ওরাল থ্রাশ। সাধারণত এটি গুরুতর সমস্যা না হলেও ওরাল থ্রাশ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। তাই এই সমস্যার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে কোনও গভীর সমস্যাও। ২) লিউকোপ্লাকিয়ার কারণে এমনটা হতে পারে। নাম খটমট হলেও সমস্যাটি সাধারণত খুব একটা উদ্বেগের নয়। জিভ বা মুখগহ্বরের উপরের ত্বকের কোষের অত্যধিক বৃদ্ধির কারণে এই সমস্যা দেখা দেয়। এই কোষগুলি কেরাটিন নামের একটি প্রোটিনের সঙ্গে মিশে জিভে একটি সাদা আস্তরণ তৈরি করে। সাধারণত নিজে থেকে সেরে গেলেও কখনও কখনও লিউকোপ্লাকিয়া থেকে মুখের ক্যানসারের আশঙ্কা থাকে। তাই সময় থাকতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই ভাল। ৩) সিফিলিস একটি যৌনরোগ। জিভে সাদা রঙের আস্তরণ এই রোগের অন্যতম লক্ষণ। সাধারণত অসুরক্ষিত যৌন মিলনের মধ্য দিয়ে এই রোগের ব্যাক্টেরিয়া ছড়িয়ে পড়ে সুস্থ ব্যক্তির দেহে। সময় মতো চিকিৎসা না হলে এই রোগ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তাই জিভে এই ধরনের কোনও সমস্যা দেখা দিলে দেরি না করে যেতে হবে চিকিৎসকের কাছে। ৪) জিভের রং হঠাৎ নীলচে বা বেগনি হয়ে গেলে বুঝতে হবে শরীরে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। এ ছাড়া, শ্বাসযন্ত্র কিংবা কার্ডিয়োভাসকুলার কোনও সমস্যা থাকলেও জিভের রং নীল হয়ে যেতে পারে। ৫) জিভের রং একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেলে তা রক্তে আয়রনের অভাবকেই ইঙ্গিত করে। আবার জিভের উপর লাল এবং সাদা চাকা চাকা দাগ অটোইমিউন রোগের ইঙ্গিতও বহন করে।

চেনা বাড়ির ভোল বদলাতে অন্দরসাজের কী কী জিনিস কিনবেন ?

দামি আসবাব বা ঘর সাজানোর জিনিস কেনার সাধ্য নেই। কিন্তু কম খরচেও ঘর সাজানো যায় মনের মতো করে। বেছে নিতে হবে অন্দরসাজের টুকিটাকি এমন সব জিনিস যাতে রুচি ও আভিজাত্যের ছাপও থাকবে, আবার সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ভারসাম্যও বজায় থাকবে। বাড়ি মানে তো শুধু আসবাব, মেঝে, দেওয়ালের সমষ্টি নয়, বাড়ির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন তাকে সুন্দর করে সাজিয়েগুজিয়ে রাখা।

আর এখানেই আসে "ডেকর আইটেম"-এর কথা। ঘর সাজানোর জন্য এখন সেরামিক ও চিনামাটির হরেক জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সেরামিকের চায়ের কাপ ও প্লেটও হয়ে উঠতে পারে অন্দরসাজের সামগ্রী। হালকা রঙের দেওয়ালের প্রেক্ষিতে গাঢ় রং ভাল লাগবে। দেওয়ালের কোনও তাক বা শো-কেসে সাজিয়ে রাখতে পারেন সেরামিকের কাপ-ডিশ। চিনেমাটির তৈরি ঘর সাজানোর জিনিসের বিপুল সম্ভার এখন শহরের দোকানে দোকানে। বাসনপত্র থেকে শুরু করে ফুলের টব, দেওয়া সাজানোর সামগ্রী, ফুলদানি, কারুকাজ করা মূর্তি আরও কত কি! অন্দরসজ্জায় শৈল্পিক স্পর্শ আনতে চাইলে চিনেমাটির কাপ, প্লেট, ট্রে, টব দিয়ে সাজাতে পারেন ঘর।

খাওয়ার টেবিলে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখুন সেরামিকের ডাইনিং সেট। রঙিন স্যুপ বোল থেকে পাস্তা বোল, ফ্রুট বোল, সব রকম আকার ও আয়তনেই পেয়ে যাবেন। ডোকরার গয়না বেশ কয়েক বছর ধরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ডোকরার নানা রকম মূর্তি বা দেওয়াল-শিল্পও ঘর সাজানোর জন্য অনেকেরই প্রথম পছন্দ। এ সব জিনিস সহজলভ্যও। একটু সৃজনশীল হলেই পুরনো জিনিসপত্র দিয়েই ঘর সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে নতুন রূপে। পুরনো কাচের বোতল, খবরের কাগজও সৃজনশীলতার গুণে হয়ে উঠতে পারে চমকপ্রদ ঘর সাজানোর জিনিস।

রক্ত মাংস ঘাম

সন্দীপ রায়

আধো আধো আলো-ছায়ায়
ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়ানো মেয়েগুলি
শরীরী পসরা সাজিয়ে
প্রতিদিন বিক্রি করে -- রক্ত, মাংস আর ঘাম।

অভাবের ঘরে খিদের দাউ দাউ আগুন ...

রাত গভীর হলে
নক্ষত্রলোক একে একে হাত ধরাধরি করে
পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে
উগ্র আতর গন্ধে ,

রাত্রির কলঙ্ক ধুয়ে-মুছে সাফ পবিত্র গঙ্গাজলে ,
অথচ নারীর বুকচাপা কান্না , গ্লানি আর চাঁদের কলঙ্ক
থেকে যায়
এক যৌবন থেকে বার্ধক্যের শেষ সীমানায় ...

বাসি খবরের কাগজ হয়ে প্রতিদিন
ডাঁই হয়ে পড়ে থাকে ঘরের কোণে ...
এভাবেই ভোরের আলো ফুটতেই
সংবাদ পত্রের খোঁজে জেগে ওঠে
ব্যস্ত মহানগর ...

শ্রীকুমার দত্তের দুটি কবিতা

(গুয়াহাটি)

ভয় আর নয়

এই দেশ ওদের ভয়ের দেশ,
ভয়ের শুরু মায়ের জঠর থেকে
বলতে ভয়, ওদের হাসতে ভয়
খেলতে ভয়, ওদের পথে চলতে ভয়
ঘরে ভয়, ওদের বাইরে ভয়
দিনে ভয়, ওদের রাতে ভয়।
এই দেশ ওদের ভয়ের দেশ,
প্রাণ দিয়ে করে ওরা ভয়কে জয়
শাসকের আইন চলে আইনের পথে
সেই পথে পড়ে থাকে শুধু
ক্ষত-বিক্ষত, বিবস্ত্র, নিথর দেহ ওদের
যাদের নাম বিলকিস, নির্ভয়া, অভয়া
না জানি আরও কত শত
এই দেশ ওদের ভয়ের দেশ।
ঢের হয়েছে আর নয়
রুখে এবার দাঁড়াতেই হবে
শুম্ভ উপশুম্ভদের হবেই যে নাশ
তিলোত্তমাদের হাতেই।

প্রাক্তন

সেই দিনগুলো আজ শুকনো পাতার স্তূপ
বিষন্ন ,বর্ণহীন, অর্থহীন যেন
দেয়ালচ্যুত অপ্রয়োজনীয় ক্যালেন্ডারের পাতা।
আগামীকালের পদপিষ্ট হয়ে
গতকাল নিমজ্জিত বিস্মৃতির গহ্বরে।
সম্পর্কের আগে জুড়ে গেছে একটা শব্দ "প্রাক্তন"
বাস্তববাদীদের পথটা গেছে বেঁকে
অজানা বাঁকে, স্বর্ণমৃগয়ার খোঁজে।
সুখপাখিরা বাঁধে না বাসা
অর্থহীন কবিতার ঘুলঘুলিতে,
নির্বোধেরা তবু কাঁধে বয়ে নিয়ে বেড়ায়
শুধু সুখস্মৃতির শবদেহ।

রবিবার মেয়র দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে বিজেপির সভ্যপদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহার পৌরহিত্যে তারকব্রহ্ম কীর্তনীয়া শিল্পী সমিতির ২য় বর্ষ প্রদেশ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ভাঙড়ে বাড়ি থেকে উদ্ধার দম্পতির দেহ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে একই বাড়ি থেকে জোড়া দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। রবিবার ভাঙড়ের চন্দনেশ্বর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে দু'জনের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত দু'জন সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। পরিবারের দাবি, খুন করা হয়েছে ওই দম্পতিকে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটাল, কেন খুন হতে হল দম্পতিকে সেই প্রশ্নই উঠছে। চন্দনেশ্বর থানার পুলিশ গোটা ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে। জানা গেছে স্বামী পেশায় একজন সবজি ব্যবসায়ী ছিলেন। ছেলের দাবি, সকালে ঘুম থেকে উঠে মা-বাবার দেহ দেখতে পায় সে। দরজার ছিটকিনি ভাঙা ছিল বলেও খবর। তার পরেই প্রতিবেশীদের খবর দেওয়া হয়।

ট্রেন ধরার হুড়োহুড়ি, বান্দ্রায় পদপিষ্ট হয়ে আহত ৯

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): ট্রেন ধরার হুড়োহুড়িতে স্টেশনেই পদপিষ্ট হয়ে আহত বহু মানুষ। রবিবার সকালে মুম্বইয়ের বান্দ্রা টার্মিনাস স্টেশনে এই ঘটনা ঘটে। পদপিষ্ট হয়ে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৯ জন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রবিবার সকালে বান্দ্রা টার্মিনাস স্টেশন থেকে ছাড়ছিল বান্দ্রা-গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস। ট্রেনে উঠতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে পড়ে যান কয়েকজন। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম জুড়ে থিকথিকে ভিড় থাকায় পড়ে যাওয়া যাত্রীদের মাড়িয়েই ট্রেন ধরার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন বাকিরা। আরপিএফ গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ৯ জনের মধ্যে ৭ জনের অবস্থা স্থিতিশীল। কিন্তু দু'জনের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা গেছে।

মাথাভাঙ্গায় তাজা বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): শনিবার গভীর রাতে বোমা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে মাথাভাঙ্গা শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ড। একপর রবিবার সকালে একটি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দে মানুষের ঘুম ভেঙে যায়। তবে বিস্ফোরণের পর স্থানীয় লোকজন ঘর থেকে বের হলে কাউকে দেখতে পাননি। এরপর রবিবার সকালে একই স্থানে তাজা বোমা পাওয়া যায়। বিষয়টি পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এরপর বোমার অবশিষ্টাংশ ও তাজা বোমা পুলিশ উদ্ধার করে। কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা বুঝতে পারছেন না স্থানীয় লোকজন। এ প্রসঙ্গে মাথাভাঙ্গা এসডিপিও বলেন, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সর্দার প্যাটেল, বিরসা মুন্ডার লক্ষ্য ছিল দেশের একতা, মন কি বাতে বললেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাতে সর্দার প্যাটেল, বিরসা মুন্ডার অবদানের কথা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ভারতে প্রত্যেক যুগে কিছু বাধা বা চ্যালেঞ্জ এসেছে এবং প্রতি যুগেই এমন অসাধারণ ভারতবাসীরা জন্ম নিয়েছেন যাঁরা এই চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করেছেন। তিনি বলেন, আজ মন কি বাতে আমি সাহস এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এমন দুজন মহানায়কের বিষয়ে আলোচনা করব। দেশ তাঁদের সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের সংকল্প করেছে। ৩১ অক্টোবর থেকে সর্দার প্যাটেলের সার্ধশতবর্ষ শুরু হচ্ছে। এরপর ১৫ নভেম্বর থেকে ভগবান বিরসা মুন্ডার সার্ধশতবর্ষ শুরু হবে। এই দুই মহাপুরুষ পৃথক পৃথক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু দুজনের ভিশন এক ছিল — 'দেশের একতা'।

এদিন তিনি এও বলেন, আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন যে আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত কোনটি তাহলে তো অনেক ঘটনাই মনে পড়ে, কিন্তু তার মধ্যেও একটা মুহূর্ত বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেই মুহূর্তটি হলো যখন গতবছর ১৫ নভেম্বর আমি ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীতে ওঁর জন্মস্থান ঝাড়খণ্ডের উলিহাতু গ্রামে গিয়েছিলাম। আমার উপর এই যাত্রার অত্যন্ত গভীর প্রভাব পড়েছিল। আমি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যাঁর এই পবিত্র ভূমির মাটি নিজের মাথায় ছোঁয়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে। সেই মুহূর্তে আমি কেবল স্বাধীনতার সংগ্রামের শক্তিকে অনুভব করেছিলাম তাই নয়, এই ধরিত্রীর শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ারও সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি উপলব্ধি করেছিলাম কীভাবে একটি সংকল্প পূরণ করার সাহস দেশের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য বদল করতে পারে।

মন কি বাতে দেশের অ্যানিমেশন ক্ষেত্র নিয়ে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাতে দেশের অ্যানিমেশন ক্ষেত্র নিয়ে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এপ্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন ছোটদের অ্যানিমেশন সিরিজ ছোটা ভীমের। তিনি বলেন, সেই দিনটা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের যেদিন থেকে টিভিতে ছোটা ভীমকে দেখা যেতে লাগল। শিশুরা তো কখনওই ভুলতে পারবে না, কত উত্তেজনা ছিল ছোটা ভীমকে ঘিরে। এইভাবেই আমাদের অন্যান্য অ্যানিমেটেড সিরিয়াল কৃষ্ণা, হনুমান, মোটু-পাতলুর অনুরাগী ছড়িয়ে আছে দুনিয়া জুড়ে। তিনি বলেন, ভারতের তৈরি অ্যানিমেশন চরিত্র, এখানকার অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র, নিজেদের বিষয়বস্তু আর সৃষ্টিশীলতার কারণে গোটা পৃথিবীতে সমাদৃত হচ্ছে। সৃষ্টিশীল উদ্যমের এক ঢেউ বইছে দেশজুড়ে। অ্যানিমেশনের জগতে 'মেড ইন ইণ্ডিয়া' আর 'মেড বাই ইণ্ডিয়ানস' ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে আজ ভারতের মেধা বিদেশি প্রোডাকশনেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠছে। এখনকার স্পাইডারম্যান হোক বা ট্রান্সফর্মারস, এই দুটো ছবিতে হরিনারায়ণ রাজীবের অবদানের খুব প্রশংসা করেছে লোকজন। ভারতের অ্যানিমেশন স্টুডিওগুলো ডিজনি এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মত বিশ্বের নামীদামী প্রোডাকশন কোম্পানির সঙ্গে কাজ করছে।

তিনি এও উল্লেখ করেন, ২৮ অক্টোবর ওয়ার্ল্ড অ্যানিমেশন ডে-ও পালন করা হবে। ভারতকে গ্লোবাল অ্যানিমেশন পাওয়ার হাউজ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

বাংলায় ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশ রুখবে বিজেপি: অমিত শাহ

বনগাঁ, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): বাংলায় এসে রবিবার ফের অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬ কেন্দ্রে বিধানসভা উপনির্বাচন।

তার আগে রবিবার বাংলায় এসে বনগাঁ সীমান্তে বিএসএফের এক অনুষ্ঠান থেকে বাংলায় ফের পরিবর্তনের ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন বনগাঁ সীমান্তে যাত্রী টার্মিনাল, মৈত্রী দ্বার উদ্বোধন করেন শাহ। ওই অনুষ্ঠানেই রাজ্যের সীমান্ত অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি বলেন, বাংলার জনগণকে বলছি ২০২৬-এ পরিবর্তন আনুন। আমরা ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশ বন্ধ করে তবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস নেব। এই অনুপ্রবেশ বন্ধ হলে তবেই বাংলায় শান্তি ফিরবে। সেইসঙ্গে অনুপ্রবেশ বন্ধ হলে তবেই পার্টনারশিপ বাড়বে। বাংলাদেশ-ভারত, নেপাল-ভারত, মায়ানমার-ভারত, এই দেশগুলি সীমান্তে থাকায় এদের সকলের ভাষা-সংস্কৃতির আদান-প্রদান হবে। যার মাধ্যমে নতুন যুগের সূচনা হবে।

বাংলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে নিশানা শাহের

বনগাঁ, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার বনগাঁ সীমান্তে বিএসএফের এক অনুষ্ঠান থেকে বাংলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন অমিত শাহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে বাংলায় বঞ্চনার অভিযোগে সরব হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

অমিত শাহ এদিন অভিযোগ করেন, বাংলাকে গত ১০ বছরে মোদী সরকার অনেক টাকা দিয়েছে। সঠিকভাবে ওই টাকা খরচ করলে অনেক উন্নয়নের কাজ করা যেত। ২৬ এ আপনারা পরিবর্তন আনুন, বাংলার সার্বিক উন্নয়ন হবে। নরেন্দ্র মোদী সরকার পশ্চিমবঙ্গকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করছেন, প্রধানমন্ত্রী যে টাকা পাঠায় তা দুর্নীতির বলি হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের টাকা তৃণমূলের নেতাদের পকেটে ঢুকে গেলে বাংলার উন্নয়ন হবে কী করে? আমরা সোনার বাংলার সরকার করব। ২০২৬ সাল বাংলার মানুষের জন্য সোনার বাংলা নিয়ে আসবে। আপনাদের আচ্ছে দিন শুরু হবে। একদিন এই বাংলা সোনার বাংলা হবে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর মুখে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতিতেও কেন্দ্র রাজ্যকে বঞ্চনা করেছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। ৬ কেন্দ্রের উপনির্বাচনের মুখে বাংলায় অমিত শাহ এসে সেইসব অভিযোগ খন্ডন করতে চেয়েছেন বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের।

হলদিয়া-মেচেদা জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, নিহত ও আহত একাধিক

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): দিঘাগামী একটি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল একাধিক সাইকেল আরোহীর। শনিবার গভীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হলদিয়া মেচেদা জাতীয় সড়কে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, দুর্ঘটনায় একাধিক জনের মৃত্যু হয়েছে। জখমও একাধিক।

জানা গেছে, মেচেদার দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভান্ডারবেড়িয়ার কাছে কয়েকজন সাইকেল আরোহীকে পর পর ধাক্কা মারে। একটি গাছে ধাক্কা মারার পর উল্টে যায় গাড়িটি। গাড়ির গতিবেগ এতটাই বেশি ছিল যে দুর্ঘটনার পর গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায় বলে জানা গেছে।

মন কি বাতে গান্ধীজি, স্বামীজিকে স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাতে গান্ধীজি ও স্বামীজিকে স্মরণ করলেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, গতবছর দেশ মহান দেশনায়ক—নায়িকাদের জন্মজয়ন্তী নব উদ্যমে উদযাপন করে নবীন প্রজন্মকে নতুন প্রেরণা দিয়েছে।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে যখন আমরা মহাত্মা গান্ধীজির সার্ধশতবর্ষ উদযাপন করেছিলাম তখন অসাধারণ কত কিছু হয়েছিল।

নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার থেকে আফ্রিকার ছোট্ট গ্রাম পর্যন্ত বিশ্বের মানুষ ভারতের সত্য ও অহিংসার বার্তাকে বুঝেছিল, তাঁকে পুনরায় জেনেছিল, তাঁকে যাপন করেছিল। নবীন থেকে প্রবীণরা, ভারতীয় থেকে বিদেশিরা প্রত্যেকে গান্ধীজির উপদেশগুলি নতুন তথ্যের আলোয় বুঝেছেন, নতুন বৈশ্বিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে জেনেছেন।

তিনি এও বলেন, যখন আমরা স্বামী বিবেকানন্দজির সার্ধশতবর্ষ উদযাপন করি তখন দেশের নব্যযুবরা ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিকে নতুন পরিভাষার মাধ্যমে বুঝেছেন। এই কর্মসূচিগুলি আমাদের এই উপলব্ধি দিয়েছে যে আমাদের মহাপুরুষরা অতীতে হারিয়ে যান না, বরং তাঁদের জীবন আমাদের বর্তমানকে ভবিষ্যতের পথ দেখায়।

দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী রবিবার প্রধানত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে কলকাতা ও পার্শবর্তী জেলাগুলিতে। তবে মাঝেমধ্যে রোদের দেখাও মিলবে। আবার এদিন থেকে আবহাওয়ারও পরিবর্তন হতে পারে। রবিবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে গোটা দক্ষিণবঙ্গে। জানা যাচ্ছে, কালীপুজো এবং দীপাবলিতে এই মরসুমের প্রথম শুষ্ক হিমেল পরশ থাকতে পারে। মূল শীত আসতে এখনও বেশ কিছুদিন বাকি, এমনটাই বলা হয়েছে পূর্বাভাসে।

রবিবার মহানগরে দিনের আকাশ মেঘলা। কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। এদিন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি এবং ২৫ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে বলে হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে।

জল ছিটিয়ে ইন্ডিয়া গেটের কাছে দূষণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): শীত যত এগিয়ে আসছে রাজধানীর বাতাসের গুণগত মান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) বা একিউআই ততই খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। রবিবারও পূর্ত দফতরের জলের গাড়ি থেকে জল ছিটিয়ে ইন্ডিয়া গেটের কাছে দূষণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে দেখা গেল দিল্লিতে।

দূষণ পরিস্থিতি যে আগামী দিনে আরও খারাপ হতে পারে, সেই আশঙ্কাই গ্রাস করছে দিল্লিবাসীকে। আনন্দবিহার, নেহরু প্লেসের মতো এলাকাগুলিতে বাতাসের গুণগত মান দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে বলে জানা গেছে। গত কয়েক দিন ধরেই দিল্লির বাতাসের গুণগত মান নামতে থাকায় দূষণ রোধে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান-২ বলবৎ করেছে দিল্লি সরকার। নিয়মিত জল ছেটানো তার মধ্যে অন্যতম।

মেক্সিকোয় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় নিহত ১৯, আহত ৬

মেক্সিকো সিটি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): মেক্সিকোতে বাস দুর্ঘটনায় ১৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। শনিবার মধ্যঞ্চলীয় রাজ্য জাকাতেকাসে জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, ওই বাসটিতে পেছন থেকে একটি ট্রাক্টর-ট্রেলার ধাক্কা দিলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। জাকাতেকাসের গর্ভনর বলেন, প্রাথমিকভাবে ২৪ জন নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে পরবর্তীতে রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পক্ষ থেকে নিহতের সংখ্যা ১৯ বলে জানানো হয়। তাদের তরফে বলা হয়েছে, ট্রাক্টর-ট্রেলারের চালককে গ্রেফতার করতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ইরানে হামলা ইজরায়েলের

তেহরান, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : ইরানে সরাসরি হামলা শুরু করল ইজরায়েল। শনিবার ইরানের রাজধানী তেহরান সহ পার্শবর্তী এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হামলার দায় স্বীকার করে ইজরায়েল জানিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে ইরানের লাগাতার হামলার জবাব দিতে শুরু করেছে তারা। তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ইরানের সামরিক ঘাঁটি।

স্প্যানিশ ফুটবল: রিয়ালকে গুঁড়িয়ে দিয়ে লা লিগার শীর্ষস্থানে উঠে গেল গেল বার্সা

সান্তিয়াগো, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে শনিবার রাতে মরসুমের প্রথম ক্লাসিকোর লড়াইয়ে ৪-০ গোলে জয় পেল বার্সেলোনা। সেই সঙ্গে লা লিগার টেবিলে ৬ পয়েন্টে এগিয়ে গেল হান্সি ফ্লিকের দল।

প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। প্রথমার্ধের পর জোড়া গোল করেন রবের্ত লেভানদোভস্কি। একটি করে গোল লামিনে ইয়ামাল ও রাফিনিয়ার।৫৪ থেকে ৫৬ মিনিটের মধ্যে দুটি গোল করেন লেভানদোভস্কি। তাঁর প্রথম গোলটিতে মার্ক কাসাদোর অ্যাসিস্ট ছিল। তাঁর বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সের বাইরে থেকে শটে গোল করেন লেভানদোভস্কি। এর দু মিনিট পর ৫৬ মিনিটে আলেহান্দ্রো বাল্দের ক্রসে বক্সে লাফিয়ে হেডে দ্বিতীয় গোলটি করেন লেভানদোভস্কি। সেই সঙ্গে এবারের আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা লেভানদোভস্কির গোল হয়ে গেল ১১ ম্যাচে ১৪টি গোল।

এই ম্যাচ জিতে বার্সেলোনা লা লিগায় টানা ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়ল। এ আগে এর্নেস্তো ভালভের্দের কোচিংয়ে ২০১৭ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত টানা ৪৩ ম্যাচ অপরাজিত ছিল বার্সিলোনা।

৭৭ মিনিটে পর রাফিনিয়ার পাস বক্সে পেয়ে ডান পায়ের জোরাল শটে গোল করেন ইয়ামাল। আর ৮৪তম মিনিটে রিয়ালের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন রাফিনিয়া।

১১ ম্যাচে ১০ জয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট হলো ৩০। সমান ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে থাকল গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: লিভারপুলকে হারিয়ে শীর্ষস্থানে উঠে এল ম্যানচেস্টার সিটি

ম্যানচেস্টার, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): ইতিহাদ স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগে সাউথ্যাম্পটনকে ১-০ গোলে হারালো ম্যানচেস্টার সিটি। একমাত্র গোলটি করেছেন আর্লিং হলান্ড।

ম্যাচে আধিপত্য দেখাল ম্যানচেস্টার সিটি, কিন্তু গোলমুখে ব্যর্থতায় জন্য একটার বেশি গোল করতে পারল না তারা। ফলে, দুর্বল সাউথ্যাম্পটনের বিরুদ্ধে একটা গোল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো পেপ গুয়ার্দিওলার দলকে।

পুরো ম্যাচে ৫৫ শতাংশের বেশি সময় পজেশন রেখেছিল ম্যান সিটি। তার মধ্যে গোলের জন্য ২২টি শট নিয়ে আটটি লক্ষ্যে রাখতে পারে শিরোপাধারীরা। বিপরীতে, সাউথ্যাম্পটনের পাঁচটি শটের দুটি ছিল লক্ষ্যে। দারুণ এই জয়ের পর লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠেছে এল সিটি, ৯ ম্যাচে ৭ জয় ও ২ ড্র নিয়ে তাদের পয়েন্ট ২৩। দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেল লিভারপুল। তাদের পয়েন্ট ২১, তবে একটি ম্যাচ কম খেলেছে তারা।

রবিবার আগরতলায় পূর্ব ডুকলির ২য় অঞ্চল সম্মেলন আয়োজিত হয়।

ত্রিপুরা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি আয়োজিত ইন্টার স্কুল কুইজ কনটেস্টের প্রিলিমিনারী রাউন্ড অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ অক্টোবর।। ত্রিপুরা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি আয়োজিত ইন্টার স্কুল কুইজ কনটেস্টের প্রিলিমিনারী রাউন্ড ধর্মনগর ডিগ্রী কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি আয়োজিত ইন্টার স্কুল কুইজ কনটেস্ট এর প্রিমিলিনারী টেস্ট ধর্মনগর মহকুমার ধর্মনগর কলেজে অনুষ্ঠিত হয়।

তাতে ছয়টি স্কুল অংশগ্রহণ করে। কুইজের পর গত বছরের বিভিন্ন পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবিআই এর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শশাঙ্ক শেখর দাস।সোসাইটির অতীত ও বর্তমান কার্যক্রম নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এছাড়া সোসাইটির সভাপতি মাখন গোস্বামী ও সম্পাদক তরুণ দেব কানুনগো আলোচনা রাখেন। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক - শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

কাজল শেখের কনভয়ে পথ দুর্ঘটনা, আহত এক নিরাপত্তারক্ষী, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন তৃণমূল নেতা

বীরভূম, ২৭ অক্টোবর(হি.স.): রবিবার বীরভূমের রামপুরহাটে তৃণমূল নেতা কাজল শেখের কনভয়ে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। কনভয়ে থাকা একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়লে এক নিরাপত্তারক্ষী গুরুতর আহত হন। তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন কাজল শেখ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কাজল শেখের কনভয় যখন রামপুরহাটের একটি ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত নিরাপত্তারক্ষীকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এই দুর্ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এবং ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মান্দারমণির তিনটি হোটেলে মধুচক্রের পর্দাফাঁস, গ্রেফতার একাধিক ব্যক্তি

মান্দারমণি, ২৭ অক্টোবর(হি.স.): মান্দারমণির তিনটি হোটেলে চলমান মধুচক্রের পর্দাফাঁস করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষকে আটক করা হয়েছে, যাদের মধ্যে হোটেলগুলির কর্মচারীরাও রয়েছেন। রবিবার অভিযুক্তদের আদালতে কাঁথি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক জামিন নাকচ করে ১৪দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই এই হোটেলগুলোতে বেআইনি কার্যকলাপ চলছিল। এলাকাবাসীর অভিযোগে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং একাধিক প্রমাণ সংগ্রহ করে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং পুলিশ জানিয়েছে, মধুচক্রের সাথে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের খোঁজে তদন্ত চলছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহিলাদের নিয়ে বিশেষ সদস্যতা পদ অভিযান মহিলা মোর্চার উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টি মহিলা মোর্চা ৬ আগরতলা মন্ডলের সদস্যতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয় ইন্দ্রনগর মন্ডল কার্য্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত।

সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য জানান, এদিন দীপাবলি উপলক্ষে মহিলাদের সদস্য পদ অভিযানের আয়োজন করেছেন ৬ আগরতলা মন্ডলের মহিলা মোর্চা। এই উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানান। পাশাপাশি তিনি আরো জানান, ইতিমধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে সাত লক্ষ আশি হাজার সদস্যতা গ্রহণ করা হয়েছে। অফলাইনে প্রায় ২ লক্ষ সদস্যতা পদ সম্পন্ন হয়েছে।

বিজেপির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হয়ে রাজ্য সহ দেশের জনগণ বিজেপির সঙ্গে জড়িত হচ্ছে বলে জানান সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

ভারতের জাতীয় আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দু উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বলেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি ধনকড়

গুয়াহাটি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতের জাতীয় আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দু উত্তর-পূর্বাঞ্চল। কৃষ্ণগুরুজি ঐশ্বরিক অনুগ্রহের সংক্ষিপ্তসার মূর্ত করেছেন, বলেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়।

আজ রবিবার গুয়াহাটির খানাপাড়ায় অবস্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ে 'কৃষ্ণগুরু ইন্টারন্যাশনাল স্পিরিচুয়াল ইয়ুথ সোসাইটি'র ২১-তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিচ্ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ দফতরের মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, বিটিআর-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য প্রমোদ বড়ো, ভক্তিমাতৃ কুন্তলা পাটোয়ারী গোস্বামী, কৃষ্ণগুরু ইন্টারন্যাশনাল স্পিরিচুয়াল ইয়ুথ সোসাইটির সভাপতি কমলা গগৈ সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, 'আমি পূর্বোদয়ের একটি পর্যায় দেখেছি, যা কখনও কল্পনা করা যায়নি। এমন-কি এই দেশের মানুষও তা কল্পনা করতে পারেননি। আজ তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হচ্ছে।'

প্রতিদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন কীভাবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে ধনখড় বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রূপান্তর হলো অন্তর্ভুক্তির চেতনার প্রমাণ যা ভারতের অগ্রগতিকে চালিত করে। বিগত দশকের পর দশক এই অঞ্চল উন্নয়ন এবং সংযোগ-সম্পর্কিত নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু আজ বাস্তবিক অর্থে এই অঞ্চল এগিয়ে চলেছে।

তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তিনটি নীতি আপনাকে সাহায্য করতে পারে। আধ্যাত্মিকতা থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন না। কৃষ্ণগুরুজি আধ্যাত্মিকতার যে পথের দিশা দেখিয়ে গিয়েছেন, সে পথ থেকে বিচ্যুত হলে আমাদের বিরাট ক্ষতি হবে। এই পথ ধরে যে তিনটি নীতি পালন করতে হবে সেগুলি যথাক্রমে জাতীয়তাবাদ, আধুনিকতা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। 'বহু বছর আগে যা বলা হয়েছিল সে অনুযায়ী যখন এই তিনটি একত্রিত হবে, তখন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি "বিশ্ব নেতা" হওয়ার অবস্থান বাস্তবে পরিণত হবে - কেউ তা থামাতে পারবে না, এই দায়িত্ব বর্তায় আপনার-আমার কাঁধে।'

কৃষ্ণগুরুজি শিক্ষাক্ষেত্রে যে প্রভাব রেখে গিয়েছেন তার প্রশংসা করে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, 'কৃষ্ণগুরুজি ঐশ্বরিক অনুগ্রহের সারাংশ মূর্ত করেছেন, তাঁর প্রেম, সেবা এবং মানবতার শিক্ষা তাঁর ভক্তদের হৃদয়কে আলোকিত করেছে।' তিনি বলেন, 'মনে রাখবেন আমার বন্ধুরা, আধ্যাত্মিকতার কিছু অন্তর্নিহিত গুণ রয়েছে - প্রেম, সহানুভূতি, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, ক্ষমা এবং দায়িত্ব। এই মূল্যবোধগুলিকে প্রচার করে আমরা একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়বিচারের জন্য বীজ রোপণ করতে পারি।'

ভারতের স্থিতিশিলতা এবং নিঃস্বার্থ সেবার ইতিহাসও তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি। বিশেষ করে সংকটকালে এর প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন তিনি। বলেন, 'আমাদের ইতিহাস জুড়ে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমাদের মহান নেতা এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বরা সবসময় সংকটকালে আমাদের সমর্থন করেছেন। তাঁরা এমন একটি সংস্কৃতি প্রদান করেছেন যেখানে তা কোভিড-১৯ অতিমারি, ভূমিকম্প কিংবা অন্য কোনও দুর্য়োগই হোক না-কেন, আমাদের মন্দির এবং আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলি মানুষকে স্বস্তি দিতে এগিয়ে এসেছে।'

ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাবলীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, উপনিষদ এবং বেদ আমাদের কী মনে করিয়ে দেয়? কর্ম একটি মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, যা শুধুমাত্র নিজের নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্যও উপকারে আসতে পারে। এই বার্তা আজ গভীরভাবে অনুরণিত হয়।'

প্রাচ্যে ভারতের বিদেশ নীতির বিবর্তনের প্রসঙ্গেও বলেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি। বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লুক ইস্ট-অ্যাক্ট ইস্ট-এর মাধ্যমে ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আবির্ভূত লুক-ইস্ট ভিজনকে আরও প্রভাবশালী স্তরে নিয়ে গেছেন। এর অর্থ হলো ভারত দক্ষিণ-পূর্ব আশিয়ান দেশগুলির সাথে আরও গভীরভাবে জড়িত হতে শুরু করেছে।'

দুর্নীতিমুক্ত ও উন্নত দেশ গড়তে এনএফ রেলওয়ে পালন করবে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ

গুয়াহাটি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : দুর্নীতিমুক্ত ও উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) পালন করবে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ। আগামী ২৮ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রত্যেকটি ডিভিশন, ওয়ার্কশপ ও কনস্ট্রাকশন ফিল্ড ইউনিটে পালন করা হবে 'সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ'।

এবারে সচেতনতা সপ্তাহের থিম 'দেশের সমৃদ্ধির জন্য সত্য নিষ্ঠার সংস্কৃতি'। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এ খবর দিয়ে জানান, মালিগাঁওয়ে অবস্থিত জিএম অফিসে এবং জিএম (কনস্ট্রাকশন) অফিসে যথাক্রমে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব এবং এনএফআর-এর (কনস্ট্রাকশন) জেনারেল ম্যানেজার অরুণকুমার চৌধারী শপথ পাঠ করাবেন। সমগ্র উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিবারের কর্মচারীদের সাথে প্রত্যেক ডিভিশনের ডিআরএমরাও এই সপ্তাহ পালন করবেন। শপথের প্রধান লক্ষ্য সমস্ত বিভাগীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতা নিয়ে আসা। যার ফলে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সহ জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র দুর্নীতিমুক্ত করা যাবে।

সপ্তাহব্যাপী সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ চলাকালীন সময়ে রেলওয়ে কর্মচারী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে একাধিক কর্মসূচি পালন করা হবে। সচেতনতা সপ্তাহ পালনের অংশ হিসেবে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্য্যালয় ও ডিভিশনগুলির সব বিভাগীয় আধিকারিকদের সাথে পদ্ধতিগত উন্নয়নের জন্য একাধিক বার্তালাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এন এফ রেলওয়ের (ওপেন লাইন এবং নির্মাণ সংস্থা) উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'দেশের সমৃদ্ধির জন্য সত্যনিষ্ঠার সংস্কৃতি' বিষয়ের উপর 'সংগোষ্ঠী' আয়োজন করা হবে।রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি, নেতাজি বিদ্যাপীঠ হায়ার সেকেন্ডারি, কেভি মালিগাঁও স্কুল এবং আলিপুরদুয়ারের জোনাল রেলওয়ে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রচনা লিখন, চিত্রাঙ্কন ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

৩০ অক্টোবর গুয়াহাটির প্রাগজ্যোতিষ কলেজে 'দেশের সমৃদ্ধির জন্য সত্যনিষ্ঠার সংস্কৃতি' থিমের উপর আন্তঃমহাবিদ্যালয় ডিবেট অনুষ্ঠিত হবে। দুর্নীতির কু-প্রভাব সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে রেলকর্মী ও ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের দ্বারা পথনাটিকা অনুষ্ঠিত করা হবে। এই সপ্তাহ পালনের সময় সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি সতর্কতা বুলেটিন উন্মোচন করা হবে এবং একটি ওয়াকাথনের আয়োজন করা হবে।

ত্রিপুরা পুলিশের উদ্যোগে বসে

● আটের পাতার পর

কচিকাঁচা। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা জানান, প্রতিযোগিতাটি প্রথম শ্রেনীর ছাত্র থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার পর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন আইজিটি ওয়েলফেয়ার এর এল দারলং এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন ত্রিপুরা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

শ্যামাপূজা এবং বসে আঁকো

● আটের পাতার পর

করেছে, উল্লেখ্য যে বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ স্কুলের প্রাক্তনী এবং বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে শরীরচর্চা রত যুবকদের উদ্যোগে আয়োজিত এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি ঘিরে প্রত্যেক বছর নানান সামাজিক কর্মসূচী গ্রহন করা হয়ে থাকে।

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার ২১তম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে খোয়াই জেলা হাসপাতালে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন এফ ত্রিপুরা খোয়াই শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রবিবারের তোলা ছবি।

ধর্মনগর নর্থ পয়েন্ট টুয়েল ক্লাস স্কুলে অনুষ্ঠিত শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন

● আটের পাতার পর

সুবিধা অসুবিধা কথা অভিভাবক অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরেন। এরপর পরিচালন কমিটির সম্পাদক বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোকপাত করেন। এরপর বিদ্যালয়ের ডিসিপ্লেন কমিটির ইনচার্জ জয়ত্রী চক্রবর্তী ডিসিপ্লিনারি যাবতীয় বিষয় নিয়ে অবিভাবক অভিভাবকদের অবহিত করেন।

জাল নোট সহ আটক তিন

● প্রথম পাতার পর

রামকৃষ্ণ সিনহার কাছে শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ এ বিষয়ে একটি খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে থানা এলাকাতেই মোবাইল পুলিশ বসে। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অটো দিয়ে আসা সন্দেহভাজন তিন ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১০,৫০০ টাকা জাল নোট। উক্ত তিন যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান কৈলাসহর ইরানি থানার পুলিশ আধিকারিক।

হোস্টেলে জনজাতি ছাত্রীর

● প্রথম পাতার পর

কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না যে হঠাৎ করে কিভাবে সে মারা গেছে। এদিকে, পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করেছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট সামনে এলে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা দূর হবে বলে আশা করছেন পরিবারের লোকজন।

কাজ ও খাদ্যের

● প্রথম পাতার পর

করছে মন্ত্রী বিধায়কেরা। কিন্তু সাধারণ মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না। কাজ খাদ্যের অভাবে দিশেহারা বেকার সমাজ। যুবক-যুবতীরা শিক্ষিত হয়ে ডিগ্রি নিয়ে বসে আছে। কিন্তু রাজ্যে কোন চাকরির ব্যবস্থা নেই। কাজ খাদ্য এবং গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে সাধারণ নাগরিক এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে।

এদিনের সভার শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হন প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস। তিনি বলেন সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। এত বড় বন্যা পরিস্থিতি কেটে গেল মৎস্য চাষীদের জন্য এক টাকাও বরাদ্দ করেনি সরকার। এছাড়াও এদিনের সভায় আলোচিত মৎস্য চাষীদের স্বার্থে বিভিন্ন দাবি সনদ তুলে ধরেন তিনি। দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সরকারি এবং অর্ধ সরকারি জলাশয় গুলি সহজ শর্তে বিনা টেন্ডারে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির নিকট লীজ দিতে হবে। মৎজীবী সমবায় সমিতি গুলি কে মাছ উৎপাদনের জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সমিতির ম্যানেজারের বেতন ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা করতে হবে এবং নিয়মিত নির্বাচন করতে হবে।

যারা দল হিসেবে অন্যের পুকুর বা জলাশয়ের মাছ ধরে তাদের বেড় জালের ব্যবস্থা করতে হবে। মধ্যযুবীদের ধরা মাছের বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ অথবা জন প্রতি ছয়শ টাকা মজুরি দিতে হবে। সরকারি উদ্যোগে মৎস্যজীবীদের জন্য জীবন বীমা চালু করতে হবে।

গৃহহীন সমস্ত মৎস্যজীবী পরিবারকে পাকা গৃহ নির্মাণ ও শৌচালয় নির্মাণ করে দিতে হবে। গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ মূল্য ৫ লক্ষ টাকা করতে হবে ইত্যাদি।

নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে

● প্রথম পাতার পর

ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে ও যুব সমাজকে নেশার প্রতি আকৃষ্ট করে নষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমজনতা এগিয়ে আসছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাসদর ধর্মনগর শহরের চন্দ্রপুর এলাকায় উত্তর জেলার পুলিশ প্রশাসন ও সাকাইবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত ও চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে নেশার বিরুদ্ধে একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাকাইবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আলো নাথ, চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝুমা সুত্রধর, ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ হিমাদ্রী সরকার, ধর্মনগর মহিলা থানার অফিসার ইনচার্জ, সমাজসেবী নিপু চৌধুরী, সমাজসেবী মকদ্দছ আলী,বিশ্বজিৎ দেব, সাকাইবাড়ী ও চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য জন প্রতিনিধিগণ সহ উক্ত এলাকার সাধারণ জনগণ।

এই অনুষ্ঠানে নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ জনগণদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ পাশাপাশি তাদের সচেতন করেন তিনি।

রাজ্যে ৩০,৬০২ জন

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রছাত্রীরাই পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য বিবেচিত হয়। ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল এর মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ৯০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকার ১০ শতাংশ ব্যয় বহন করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ পাওয়ার আবেদন করার সময়সীমা ৬ বার বৃদ্ধি করা হয়েছিল যেন সমস্ত যোগ্য প্রার্থী আবেদন করতে পারে। সারা রাজ্য থেকে ৩৫ হাজার ৬৬৫ জন ছাত্রছাত্রী এনএসপি"র মাধ্যমে স্কলারশিপ পাওয়ার আবেদন করেছিল। প্রথম পর্য্যায়ে এই বছর জুন মাসে ২১ হাজার ২৭২ জন ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপের অর্থ দেওয়া হয়। তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয় ১৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে আরও ৯ হাজার ৩৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সচিব জানান, এখন পর্য্যন্ত সারা দেশে ত্রিপুরা সহ ৭টি রাজ্যই জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ বিতরণ করেছে।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে জানান, এনএসপি-তে আবেদন করার সময় ৯৭ জন ছাত্রছাত্রী তাদের আধার সংযোগ করতে না পারায় তাদের আবেদন বাতিল হয়ে গেছে। এছাড়া ২,৪৫৬ জন তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার সংযোগ করতে না পারায় তাদের স্কলারশিপের অর্থ দেওয়া যাচ্ছেনা। আধার সংযোগ করার জন্য তাদের এসএমএস দেওয়া হয়েছিল। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এনআইসি দিল্লীর সাথে আলোচনা করে আধার সংযোগ করার জন্য তাদের আরও ১৫ দিন সময় দিয়েছিল। গত ২১ অক্টোবর পর্য্যন্ত তাদের ঐ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি জানান, রাজ্যের বাইরে পাঠরত ২২১২ জন ছাত্রছাত্রীর আবেদনপত্র পুনঃপরীক্ষার কাজ চলছে। রাজ্য পাঠরত ৭১২ জন ছাত্রছাত্রীর আয়ের প্রমাণপত্র পরীক্ষার কাজও চলছে।

তাছাড়া রাজ্যে পাঠরত ২৯৮ জন ছাত্রছাত্রীর আবেদনপত্রও পুনঃপরীক্ষার কাজ চলছে। তিনি জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ছাত্রছাত্রীদের আবেদন করার প্রক্রিয়া সহজ করতে রাজ্যে কমন সার্ভিস সেন্টারগুলির সাথে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর সমন্বয় রেখে কাজ করছে। এনএসপি"র মাধ্যমে স্কলারশিপের আবেদন করতে ৩০ টাকা ফি দিতে হয়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপের আবেদন করার টাকা জনজাতি কল্যাণ দপ্তর বহন করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সচিব ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন সঠিক সময়ে স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য আবেদন করে। সচিব জানান, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপের টাকা বেশি দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা এই অতিরিক্ত অর্থ রিফান্ড করার বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তারা যেন তাদের সুবিধামত অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতে পারে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করতে, তাদের ডিগ্রি পেতে বা মার্কশিট পেতে কোনও অসুবিধা হবে না। সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সুভাশিস দাসও উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীড়াঙ্গন

বিশ্ব জুডো দিবসের ভাবনা জুডো কল্যাণের জন্য

মিহির শীল: বিশেষ প্রতিবেদন।। প্রতি বছর, আন্তর্জাতিক জুডো ফেডারেশন এবং জুডো সম্প্রদায় ২৮শে অক্টোবর বিশ্ব জুডো দিবস উদযাপন করে। জুডোর প্রতিষ্ঠাতা জিগোরো কানো শিহানের জন্মদিন হওয়ায় এই দিনটি সারা বিশ্বের সকল জুডো ভক্তদের জন্য অনেক কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিটি সংস্করণের জন্য জুডোর মূল্যবোধকে চিত্রিত করার জন্য একটি থিম বেছে নেওয়া হয়। এই থিমটি জুডো পরিবারের মধ্যে এবং বাইরে খেলাধুলার দৃশ্যমানতা বিকাশের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ২০২৪ সালে, থিম হল: কল্যাণ। জুডো, একটি আধুনিক মার্শাল আর্ট এবং যুদ্ধের খেলা, এর শিকড় গভীরভাবে সমৃদ্ধ জাপানি সংস্কৃতিতে নিহিত রয়েছে। জুডো বিশ্বজুড়ে অসাধারণ জনপ্রিয়। বিশ্বজুড়ে ৫০ মিলিয়নেরও বেশি জুডোকা রয়েছে এবং ২০০ টিরও বেশি দেশ জুডো অনুশীলন করে। এটি মূলত জাপানে ১৮৮২ সালে প্রফেসর জিগোরো কানো, একজন শিক্ষাবিদ, একজন দার্শনিক এবং ক্রীড়াবিদ যিনি ঐতিহ্যবাহী জাপানি মার্শাল আর্ট, প্রাথমিকভাবে জুজিৎসুকে আধুনিকীকরণ এবং পদ্ধতিগত করার চেষ্টা করেছিলেন, দ্বারা ধারণা করা হয়েছিল। কানোর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল একটি শারীরিক শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা যা কেবলমাত্র যুদ্ধের কৌশল শেখানোর পরিবর্তে মন, শরীর এবং চরিত্রের বিকাশ ঘটায়। তিনি তার নতুন সিস্টেমের নাম দেন 'জুডো', যার অনুবাদ 'মৃদু উপায়' হয়, খেলাটি ১৯৬৪ সালে অলিম্পিকে প্রবর্তিত হয়েছিল এবং এটি বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা শৃঙ্খলায় পরিণত হয়েছে। বন্ধুত্ব এবং বৃদ্ধির চেতনায়, ২৮শে অক্টোবর জিগোরো কানোর জন্মদিন বিশ্ব জুডো সম্প্রদায়ের বিশ্ব জুডো দিবসে একটি বিশেষ দিন। এই বার্ষিক উদযাপন মূল্যবোধের একটি শক্তিশালী অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে যা আমাদের একত্রে আবদ্ধ করে, সীমানা, পটভূমি এবং ক্ষমতা অতিক্রম করে। বিশ্ব জুডো দিবস প্রিয় খেলাটি উদযাপন করার জন্য একত্রিত হওয়ার একটি সুযোগ প্রদান করে। এই বৈশ্বিক ঐক্য জুডোর বার্তা প্রচার ও ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে, এর দৃশ্যমানতা এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। জুডো একটি মার্শাল আর্ট বা যুদ্ধ খেলার চেয়ে অনেক বেশি। এটি একটি লাইফস্টাইল পছন্দ যা শারীরিক সুস্থতা, মানসিক শক্তি, সম্মান, শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধির প্রচার করে।

আজকের বিশ্বে জুডোর তাৎপর্য অনস্বীকার্য, এর প্রভাব ডোজোর সীমানা ছাড়িয়ে জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করতে প্রসারিত। ২৮শে অক্টোবর পালিত বিশ্ব জুডো দিবস, খেলাধুলার মূল্যবোধ ও নীতির প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শুধুমাত্র বিশ্ব সম্প্রদায়কে একত্রিত করে না বরং এই মার্শাল আর্টের গভীর উপলব্ধি ও উপলব্ধি বৃদ্ধি করে। এই বিশেষ দিনটি খেলাধুলার নম্র সূচনা এবং বয়স, লিঙ্গ এবং জাতীয়তার সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত শৃঙ্খলায় রূপান্তরের অনুস্মারক হিসেবে কাজ করে।

আপনি জুডোর অনুশীলনকারী বা মার্শাল আর্টের একজন প্রশংসক হোন না কেন, বিশ্ব জুডো দিবস জুডোর সমৃদ্ধি এবং সমাজে এর ইতিবাচক প্রভাব উদযাপন করার একটি সুযোগ দেয়। এটি একটি দিন জিগোরো কানোর উত্তরাধিকারকে সম্মান করার এবং জুডোর অন্তর্ভুক্তি, সম্মান এবং ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার দিন।

শ্যামলীমা আবাসন ও জেআরসি-র প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শ্যামলীমা আবাসন সোসাইটি এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দায়িত্বপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও বিনোদনের উদ্দেশ্যে একদিনের জন্য মাঠে ক্রীড়া অনুষ্ঠানে আনন্দ উপভোগ করতে পেরে দু-দলের খেলোয়াড় এবং আয়োজকরা অত্যন্ত আপ্লুত অনুভব করছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট এবং অন্যান্য ক্রীড়া আয়োজনের মধ্য দিয়ে দুই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক জারি থাকবে বলে উপস্থিত অতিথিদের প্রত্যেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। স্থানীয় ভোলাগিরি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সকাল ৯ঃ৩০ টায় ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে শ্যামলীমা আবাসন সোসাইটি সীমিত ওভারে আট উইকেটে ১৭১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব ৮ উইকেট হারিয়ে ১৫২ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ওভার ফুরিয়ে যায়। খেলায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের নিরিখে পঙ্কজ কে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের সুদৃশ্য ট্রফি দেওয়া হয়। বোলিংয়ে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে জাকির বেশ প্রশংসিত হয়েছেন। শ্যামলীমা আবাসন সোসাইটির হয়ে শাহীন, দীপ্তনু, নবীন, অয়ন, শিবা, ঋষি, সঞ্জীব, বাপি, পংকজ সৌমেন এবং হরি যেমন দুর্দান্ত খেলেছেন, তেমনি জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে অভিষেক, সুব্রত প্রসেনজিৎ, মেঘধন, বিশ্বজিৎ, জাকির, প্রণব, বাপন, মিলটন, সুমন, কিরিটি, কৃশানু, রাজেশ দারুণ খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ তথা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, শ্যামলীমা আবাসন সোসাইটির সহ-সভাপতি অলক চক্রবর্তী, উপদেষ্টা মোহনলাল সাহা, পদ্ম দেববর্মা, সম্পাদক নীলকমল দে পুরকায়স্থ, কার্যকরী সদস্য অমল রায়, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ট্রফি তুলে দেন। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষে সম্পাদক অভিষেক দে এবং শ্যামলীমা আবাসন সোসাইটির পক্ষে সম্পাদক নীলকমল দে পুরকায়স্থ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে সাপ্তাহিক মেডিটেশন ওয়ার্কশপের সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাপ্তাহিক মেডিটেশন কাম ওয়ার্কশপের দারুন সূচনা হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর আনুষ্ঠানিক শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং স্টাফদের নিয়ে এই মেডিটেশন কাম ওয়ার্কশপের যৌথ আয়োজকের ভূমিকায় রয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। মুখ্যত, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পরামর্শক্রমে প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়, প্রতি শনিবার বিকেল চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে পাঠরত শিক্ষার্থী এবং স্টাফদের মধ্যে মেডিটেশন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হবে। তারই আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্বে রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়য়ের ইনচার্জ বিকে গৌরী বাহিন, মাস্টার্স স্পোর্টস উইং এর চেয়ারম্যান বিকে ড. জ্যোতিশ্বর সেন, সভাপতি জবা পাল দত্ত, সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সম্পাদক প্রিয় লাল সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় অতিথিবর্গের প্রত্যেকেই এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে তার আরও প্রসারের কথা উল্লেখ করেন। অচিরেই বিভিন্ন স্কুল এবং কোচিং সেন্টারে এ ধরনের মেডিটেশন কাম ওয়ার্কশপের সাপ্তাহিক আয়োজনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়।

সি কে নাইডু ট্রফিতে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে লড়াকু মেজাজে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তামিলনাড়ুর ব্যাটিং আস্ফালন অনেকটাই প্রতিহত। ব্যাটার্সরা সারাদিন ব্যাট হাতে উইকেট আগলে রাখলেও মূলতঃ তেমন রানের মুখ কিন্তু দেখতে পায়নি। রবিবার থেকে নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা বনাম সফরকারি তামিলনাড়ুর মধ্যে কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি তথা পুরুষদের অনূর্ধ ২৩ টুর্নামেন্টে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচ শুরু হয়েছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে তামিলনাড়ু দিনভর খেলে ৮৫ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রান সংগ্রহ করেছে। দলের পক্ষে অজিতেশ ৭৯ রানে এবং অতীশ ৫০ রানে প্যাভেলিয়নের ফিরলেও বিগনেশ ২৫ রানে এবং ধিরন ১০ রানে অপরাজিত ভূমিকায় উইকেটে রয়েছেন। অজিতেশ ১৮৫ গোল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৯ রান পায়। অতীশ অর্ধশত রান পেয়েছে ১১৮ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি মেরে। রাজ্য দলের বোলার অভিজিৎ দেববর্মা একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়েছে পঞ্চান্ন রানের বিনিময়ে। এছাড়া সৌরভ কর ও দীপ্তনু চক্রবর্তী একটি করে উইকেট পেয়েছে। গ্রুপ লিগের অন্য খেলায় উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে চন্ডিগড় দিনের শেষে ৯০ ওভারে পাঁচ উইকেটে ২৯৮ রান সংগ্রহ করেছে। কর্ণাটকের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র ৮৭ ওভারে আট উইকেটে ২৫৫ রান এবং ওড়িশার বিরুদ্ধে কেরালা ৮২.১ ওভারে সাত উইকেটে ২৭৬ রান সংগ্রহ করেছে।

রঞ্জি ট্রফি : মুম্বাইয়ের সম্মানজনক স্কোরের জবাব দিচ্ছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মোক্ষম জবাব দিতে চাইছে ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা। রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে মুম্বাইয়ের গড়া ৪৫০ রানের জবাবে দিনের খেলা শেষে ত্রিপুরা দলের প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যানরা দারুন জবাবের প্রয়াস নিয়েছে।

উল্লেখ্য, আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে শনিবার থেকে সফরকারী মুম্বাই বনাম ত্রিপুরার মধ্যে রঞ্জি ট্রফির চার দিনের ম্যাচ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে মুম্বাই ২৪৮ রানের পাশাপাশি চার উইকেট হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে রবিবারে ৬২.২ ওভার খেলে আরও চার উইকেট হারিয়ে ২০২ রান যোগ করে ৪৫০ রানে ইনিংস শেষ করে।

দলের পক্ষে সূর্য্যাংশের ৯৯ রানের পাশাপাশি স্যামস মুলানীর ৭১ রান, শার্দুল ঠাকুরের ৬২ রান এবং হিমাংশু সিং এর ৫৯ রান উল্লেখযোগ্য।

রাজ্য দলের বোলার মনিশঙ্কর মুরাসিং ৩টি, অভিজিৎ সরকার ও পারভেজ সুলতান দুটি করে উইকেট পেয়েছে। শ্রীদাম পাল ও মনদীপ সিং পেয়েছে একটি করে উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দলের ওপেনার বিক্রম কুমার দাস ১৫ রানে প্যাভেলিয়নে ফিরলেও জিয়নজোৎ সিং ৩৯ রানে এবং পারভেজ সুলতান এক রানে উইকেটে রয়েছেন।

গ্রুপের অন্যান্য খেলায় উড়িষ্যার বিরুদ্ধে বরোদা প্রথম ইনিংসে লিড নিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর ইনিংস সহ ২৫ রানের ব্যবধানে সার্ভিসেস কে পরাজিত করেছে।

মেঘালয়ের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসে লিড নিতে মাত্র ১৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে রয়েছে আরও পাঁচ উইকেট।

ভারতীয় বাস্কেটবল ফেডারেশন "এ" ক্যাটাগরিতে শীর্ষ-২০ খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (বিএফআই) শীর্ষ ২০ ক্যাটাগরি-এ পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়দের জন্য মাসিক পারিশ্রমিক ঘোষণা করেছে।

শনিবার বিএফআই থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত চার বছরে সিনিয়র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে খেলোয়াড়দের নির্বাচিত করা হয়েছে। সমস্ত খেলোয়াড়, পুরুষ ও মহিলা উভয়ই মাসিক পারিশ্রমিক পাবেন ৭৫ হাজার টাকা।

বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে যে বিএফআইয়ের প্রধান কোচের সাথে পরামর্শ করে নির্বাচন কমিটি আসন্ন জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করবে। এই মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করেই খেলোয়াড়দের উচ্চতর বিভাগে উন্নীত করা যেতে পারে।

বিএফআই সভাপতি আধভ অর্জুনা বলেছেন, 'একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় হিসাবে এটি আমার জন্য একটি গর্বের এবং আবেগপূর্ণ মুহূর্ত।'

আজ ব্রাজিলের ফুটবলার গ্যারিঞ্চার জন্মদিন

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): গারিঞ্চা। প্রখ্যাত এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের জন্ম ২৮ অক্টোবর ১৯৩৩। অনেকের মতে পেলের পর তাকে ব্রাজিলের দ্বিতীয় সেরা ফুটবলার হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই সঙ্গে তাঁকে সর্বকালের সেরা প্লেয়ারদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে সর্বোচ্চ গোলদাতার গোল্ডেন বুট ও সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল জেতেন ১৯৬২-তে ব্রাজিলের হয়ে পঞ্চাশটি ম্যাচে অংশ নিয়ে হেরেছেন মাত্র একটি ম্যাচে। ১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৬৬ এই তিনটি বিশ্বকাপে তিনি খেলেছেন। বিশ্বকাপে রয়েছে তার পাঁচ গোল।

জন্মগতভাবে গ্যারিঞ্চার ডান পা তাঁর বাঁ পায়ের চেয়ে ৬ সেন্টিমিটার খাটো ছিল। জন্মগত এই ত্রুটিকে তিনি শক্তিতে রূপান্তর করে নিজেকে বিশ্ব ফুটবলে পরিণত করেছিলেন অসাধারণ এক ড্রিবলারে।

ছোটখাটো গড়নের গ্যারিঞ্চার নাম হয়েছে ম্যাগেইয়ের এক ধরনের ছোট পাখির নামানুসারেই। ১৯৩৩ সালে রিও ডি জেনেইরোর এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম তাঁর। শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্ম নেওয়া এই খেলোয়াড়কে থামিয়ে রাখতে পারেনি প্রতিবন্ধকতা। ড্রিবলিং আর সুন্দর ফুটবল লেগে থাকতো তার পায়ে। ব্রাজিলের হয়ে জিতেছেন বিশ্বকাপ। হয়েছেন সর্বোচ্চ গোলদাতা-সেরা খেলোয়াড়। তাই শেষ জীবনটা খুব ভালো যায়নি তার। অর্থাভাবে জীবনযাপন করেছেন।

অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে হোয়াইট বল সফরের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পাকিস্তান

রাওয়ালপিন্ডি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) রবিবার সাদা বলের অস্ট্রেলিয়া এবং জিম্বাবুয়ের সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে, যেখানে দল তিনটি ওয়ানডে এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে।

এই সফরের জন্য কোনও দলের অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়নি। তবে পাকিস্তান দলে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে বাবর আজম, শাহীন শাহ আফ্রিদি এবং নাসিম শাহকে। যারা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ দুটি টেস্টে বিশ্রাম পেয়েছিলেন। তবে এই ত্রয়ী অস্ট্রেলিয়া সফর করবে কিন্তু জিম্বাবুয়েতে যাবে না।

অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান দল:ওডিআই স্কোয়াড:আমির জামাল, আবদুল্লাহ শফিক, আরাফাত মিনহাস, বাবর আজম, ফয়সাল আকরাম, হারিস রউফ, হাসিবুল্লাহ (উইকেট কিপার), কামরান গোলাম, মোহাম্মদ হাসনাইন, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেট কিপার), মোহাম্মদ ইরফান খান, নাসিম শাহ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলী আগা, শাহীন শাহ আফ্রিদি।

টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড : আরাফাত মিনহাস, বাবর আজম, হারিস রউফ, হাসিবুল্লাহ, জাহানদাদ খান, মোহাম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেট কিপার), মোহাম্মদ ইরফান খান, নাসিম শাহ, ওমাইর বিন ইউসুফ, সাহেবজাদা ফারহান, সালমান আলী আগা, শাহীন শাহ আফ্রিদি, সুফিয়ান।

মকিম, উসমান খান।

জিম্বাবুয়ে সফরে পাকিস্তান দলওডিআই স্কোয়াড : আমির জামাল, আবদুল্লাহ শফিক, আবরার আহমেদ, আহমেদ দানিয়াল, ফয়সাল আকরাম, হারিস রউফ, হাসিবুল্লাহ (উইকেট কিপার), কামরান গোলাম, মোহাম্মদ হাসনাইন, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেট কিপার), মোহাম্মদ ইরফান খান, সাইম আইয়ুব, সালমান আলী আগা, শাহনওয়াজ। দাহানি ও তৈয়ব তাহির।

টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড : আহমেদ দানিয়াল, আরাফাত মিনহাস, হারিস রউফ, হাসিবুল্লাহ (উইকেট কিপার), জাহানদাদ খান, মোহাম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ হাসনাইন, মুহাম্মদ ইরফান খান, ওমাইর বিন ইউসুফ, কাসিম আকরাম, সাহেবজাদা ফারহান, সালমান আলী আগা, সুফিয়ান মোকিম, তৈয়ব তাহির এবং উসমান খান।

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেসক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন

আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। রবিবার মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দফতর মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সম্মানিত অতিথিদের পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত জানান আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে। তারপর মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অতিথিরা। মেয়র দীপক মজুমদার তাঁর ভাষণে আগরতলা প্রেস ক্লাবের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় তাঁর বক্তব্যে আগামীতে যেকোনো ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেয়র দীপক মজুমদার, ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় ও সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সমস্ত পুরস্কার বিজয়ীদের পাশাপাশি সকল সদস্য-সদস্যাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহসম্পাদক অভিষেক দে।

পশ্চিম জেলা যোগা-র জন্য সদর দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ৩রা নভেম্বর, পশ্চিম জেলা যোগা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এর জন্য সিলেকশন ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে সদর দল ঘোষণা করা হয়েছে। ওইদিন সকাল ৯টার মধ্যে সকল প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিদের এগিয়ে চল সঙ্ঘে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাছাইকৃত খেলোয়াড়রা হলো: ৮থেকে ১৪ বছর বালিকা- জাগৃতি চৌহান, অনুস্কা সরকার, কাকলি দেবনাথ, মধুস্মৃতা দেবনাথ, শিবাংগী সাহা, প্রতিষ্ঠা দাস।

৮থেকে১৪ বছর বালক- ধৃতি সুন্দর চৌধুরী, অস্মিথ ত ধর চৌধুরী, দেবায়ন ঘোষ, অর্ঘ্যজ্যোতি দে, রিদ্ধিমান দাস, অর্পণ দাস।

১৪ থেকে১৮ বছর বালিকা- প্রতিভা সিনহা, উসমিতা দেবনাথ , সুস্মিতা রায়, অংকিতা শীল।

১৪ থেকে ১৮ বছর বালক- নয়ন দাস, দেবার্পণ কুণ্ডু , আকাশ ভৌমিক , র্সনজিৎ সিং, চয়নস্মিথ দেব।

১৮ থেকে ২৪ বছর বালিকা-: সুস্মিতা দেবনাথ।

১৮ থেকে ২৪ বছর বালক- বিজয় পাল, জিৎ সাহা, ধ্রুবজিৎ দাস।

২৪ থেকে ৩০বছর বালিকা- ঈষা সুত্রধর।

৩০ থেকে ৪০বছর মহিলা- তমা রায় মজুমদার।

৩০ থেকে ৪০ বছর পুরুষ- অনুজিত দেবনাথ , চয়ন দেবনাথ।

৪০ থেকে ৫০ বছর মহিলা রত্না ঘোষ , নন্দিতা সাহা দে, শিল্পী রায় সেন।

৪০ থেকে ৫০বছর পুরুষ- স্বপন দেবনাথ, সুখময় দেবনাথ।

৫০ থেকে ৬০ বছর মহিলা- সুমিতা গোপ, দিপীকা দেবী দেবনাথ, শিখা গুপ্ত।

৫০ থেকে ৬০ পুরুষ- সুব্রত চক্রবর্তী, বিপ্লব পাল।

৬০ বছর বয়স্কা উর্ধে মহিলা- জয়ন্তী রেখা দেব ধর, প্রীতি চক্রবর্তী।

৬০ বছর বয়স্ক উর্ধে পুরুষ- নির্মল চক্রবর্তী, মৃণাল কান্তি পন্ডিত, সলিল পন্ডিত।

ডব্লিউটিটি চ্যাম্পিয়নশিপ: চীনের তিয়ানইয়ের কাছে কোয়ার্টারে হেরে মনিকা বাত্রার অভিযান শেষ

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): শনিবার রাতে মাত্র ২৫ মিনিটে তিয়ানইয়ের কাছে ৮-১১, ৮-১১, ১০-১২ ব্যবধানে হেরে যান বিশ্বের ৩০ নম্বরে থাকা ভারতীয় মনিকা বাত্রার কাছে। বাত্রা একাধিক কমনওয়েলথ গেমসের পদকজয়ী, তিনটি গেমেই ভাল লড়াই করেছিলেন, কিন্তু চীনা প্রতিপক্ষের কাছে ভালো খেলতে পারেননি।ডব্লিউটিটি কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করা বাত্রা শুক্রবার বিশ্বের ১৪ নম্বর রোমানিয়ার বার্নাডেট সজোকসকে ১১-৯, ৬-১১, ১৩-১১, ১৯-১১ গেমে চমকে দিয়ে শেষ আটে প্রবেশ করেছিলেন। রবিবার সেমিফাইনালে তৃতীয় বাছাই জাপানি মিওয়া হারিমোতোর মুখোমুখি হবে তিয়ানই।

সৌদি আরবের দায়িত্বে ফিরলেন ফরাসি কোচ রেনার্ড

রিয়াদ, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): শনিবার রাতে উপসাগরীয় দেশটির জাতীয় দল ঘোষণা করেছে। সেই সঙ্গে সৌদি আরব রবার্তো মানচিনির জায়গায় ফরাসী হার্ভ রেনার্ডকে ম্যানেজার হিসেবে পুনরায় নিয়োগ করেছে।

৫৬ বছর বয়সী রেনার্ড, যিনি ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সৌদিদের দায়িত্বে ছিলেন। ইতালীয় মানচিনির কাছ থেকে দায়িত্ব নিলেন। যিনি ১৪ মাস চাকরির পর পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে বৃহস্পতিবার পদটি ছেড়েছিলেন।

সৌদি জাতীয় দলের সোশ্যাল মিডিয়া এক্স অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে সৌদি ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত রেনার্ড বলেছেন, 'আমি ফিরে এসেছি।'

তিনি রবিবার সৌদিদের সাথে তার দায়িত্ব পুনরায় শুরু করছেন। নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার পরবর্তী বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের সাথে তার দ্বিতীয় কার্যকাল শুরু করবেন।

পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে এশিয়ার তৃতীয় রাউন্ডের বিশ্বকাপ প্রিলিমিনারির গ্রুপ সি-তে সৌদি আরব তৃতীয় এবং চার ম্যাচের পর গ্রুপ লিডার জাপানের চেয়ে অনেক বেশি পিছিয়ে।

কেন্দ্রীয় চুক্তি ঘোষণা করলো পিসিবি

রাওয়ালপিন্ডি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তি ঘোষণা করেছে। তাতে বাবর, রিজওয়ান শীর্ষ স্তর ধরে রেখেছেন, আর আফ্রিদির অবনমন ঘটেছে।

ফাস্ট বোলার শাহীন শাহ আফ্রিদি সহ ২৫ জন খেলোয়াড়কে নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে অবনমন করা হয়েছে। স্পিনার সাজিদ খান এবং নোমান আলি, যাঁরা টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দুটি দৃঢ়প্রত্যয়ী জয়ে ৩৯টি উইকেট লাভ করেছেন তাঁরা সি ক্যাটাগরিতে রয়েছেন।এই চুক্তিগুলি ১ জুলাই, ২০২৪ থেকে আগামী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত।রবিবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এই ঘোষণা করেছে।

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় চুক্তি বিভাগ:ক্যাটাগরি এ: বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান। ক্যাটাগরি বি: শাহীন শাহ আফ্রিদি, নাসিম শাহ, শান মাসুদ (অধিনায়কত্ব সাপেক্ষে)।

রক্তদানের মাধ্যমে মানব সেবার বড় সুযোগ রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। মানুষের জন্য কিছু করতে পারাই মানব জন্মের সার্থকতা। রক্তদানের মাধ্যমে মানব সেবার বড় সুযোগ রয়েছে। আজ আগরতলা রোটারি ক্লাব আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, রক্তের কোন বিকল্প নেই। রক্তের ঘাটতি হলে মানুষকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই রক্তদানে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে রক্তের চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে সমতা যেন বজায় থাকে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। রাজ্যের রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ সেই বিষয়ে প্রতিনিয়ত মনিটরিং করে চলছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের জনসংখ্যার ১ শতাংশ রক্ত ব্লাড ব্যাংকে মজুত থাকতে হয়। তাই রক্তদানে সবাইকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। রাজ্যে ১৪টি ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে ১২টি সরকারি এবং ২টি বেসরকারি স্তরে। রাজ্যের বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী রোটারি ক্লাবের সামাজিক কর্মসূচির প্রশংসা করেন। মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহ দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা রোটারি ক্লাবের সভাপতি ডা. নিহার রঞ্জন দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আনন্দময়ী আশ্রম ট্রাস্টের সভাপতি সুজিৎ ব্যানার্জী, ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আগরতলা রোটারি ক্লাব সম্পাদক আশিস সেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। রবিবার মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দফতর মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সম্মানিত অতিথিদের পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত জানান আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে। তারপর মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অতিথিরা। মেয়র দীপক মজুমদার তাঁর ভাষণে আগরতলা প্রেস ক্লাবের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় তাঁর বক্তব্যে আগামীতে যেকোনো ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেয়র দীপক মজুমদার, ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় ও সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সমস্ত পুরস্কার বিজয়ীদের পাশাপাশি সকল সদস্য-সদস্যাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহসম্পাদক অভিষেক দে।

ধর্মনগরের পাশাপাশি চুরাইবাড়িতেও বড় বাজেটের কালীপূজার প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ অক্টোবর ।। মনমুগ্ধকর আলোকসজ্জা ও তাক লাগানো প্যান্ডেল তৈরি করে ধর্মনগর শহরকে টেক্কা দিচ্ছে চুরাইবাড়ির বিভিন্ন ক্লাব ও কালীপূজা উদ্যোক্তারা।
কালীপুজো মানেই যেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা। চিরন্তন নাহলেও এমনই একটি অঘোষিত প্রবাদ বাক্য রয়েছে। তাই বরাবরই প্রতিবছর ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তাক লাগানো আলোকসজ্জা ও প্যান্ডেলের মাধ্যমে শ্যামা পূজার আয়োজন করে থাকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন বড় বড় ক্লাব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো।
বিশেষ করে জেলা সদর ধর্মনগর শহরে বেশ কয়েকটি বনেদি ক্লাব রয়েছে। কিন্তু সেগুলোকেও টেক্কা দিতে রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়িতে বেশ কয়েকটি বড় বাজেটের পূজো রয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম ইয়ুথ ক্লাব। বিগত প্রায় কুড়ি বছর ধরে তাদের এই শ্যামা মায়ের আরাধনার এবছর একটি কাল্পনিক প্যান্ডেল ও নবদ্বীপের আলোক শিল্পীদের নিয়ে তাক লাগানো আলোকসজ্জা সহ প্রায় ৬ লক্ষ টাকার বাজেট নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মূলক অনুষ্ঠানসহ তাদের পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। চলবে তিন দিন ব্যাপী।
তাছাড়াও রয়েছে চুরাইবাড়ি রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ইউনাইটেড ক্লাব। তারাও অত্যাধিক মনমুগ্ধকর একটি কাল্পনিক প্যান্ডেল তৈরি করছে যার উচ্চতা প্রায় ৭০ ফুট। তাছাড়াও আলোকসজ্জা সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে তাদের। এদিকে পিছিয়ে নেই সেবক সংঘ ক্লাবও। তারাও শ্যামা পুজোয় গুটি গুটি পায়ে পঁচিশ বছর পূর্ণ করেছে। এ বছর তাদের প্যান্ডেলের মূল থিম রয়েছে প্রাচীন গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি। যা বিগত দিনে হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হবে। তাছাড়াও বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে তাদের চার দিনব্যাপী।
শ্যামা পুজোর দিনে আরজি কর কান্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও রেলি অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া সর্বশেষ ফ্রেন্ডস ক্লাবের বড় বাজেটের পুজো রয়েছে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশেই। প্রতিবছরই ক্লাব কর্তৃপক্ষ মন মাতানো আলোকসজ্জা, প্যান্ডেল ও স্থানীয় এবং বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে মন মাতানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শনার্থীদের উপহার দিয়ে থাকেন। তাছাড়াও ক্লাব কর্তৃপক্ষ দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ সহ দূরপাল্লার লরি চালকদের মধ্যে জল, মিষ্টি ও ফল বিতরণ করে থাকেন।
তারাও ছয় লক্ষাধিক টাকার বাজেট নিয়ে শ্যামা পূজায় ব্রতী হয়েছে এবং চুরাইবাড়ির, কদমতলা সহ বিভিন্ন এলাকার দর্শনার্থীদের প্যান্ডেলে টানতে মরিয়া ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সর্বোপরি চুরাইবাড়ি আরক্ষা দপ্তর উত্তর জেলার মধ্যে তাক লাগানো পূজোর আয়োজন করে থাকে। আলোকসজ্জা সহ দু''দিনব্যাপী স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শীতবস্ত্র বিতরণ সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করে থাকে আরক্ষা দপ্তর। সব মিলিয়ে উত্তর জেলার মধ্যে ধর্মনগর শহরকে টেক্কা দিতে একেবারে প্রস্তুত চুরাইবাড়ির বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা উদ্যোক্তারা।

দৈনালীর পঞ্চম শারদ সংখ্যার মলাট উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ অক্টোবর।। দৈনালীর পঞ্চম শারদ সংখ্যার মলাট উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার লাউগাং মনোরমা শিশুনিকেতনে।
দৈনালী অক্ষরের পাশাপাশি সামাজিক কাজেও নিজেদের নিয়োজিত করতে চায় বলেই আজকের এই পদক্ষেপ। শিশুদের পাশে থেকে সমাজের পাশে থেকে দৈনালী নিজেদের সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে স্বাগত ভাষনে জানিয়েছেন দৈনালী সম্পাদক মিঠু মল্লিক বৈদ্য।
এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অশোকানন্দ রায় বর্ধন, কৃষ্ণকুসুম পাল, চন্দন পাল, কেয়া ভৌমিক। সভাপতিত্ব করেন দৈনালী সাহিত্য পত্রিকার সভাপতি সাচীরাম মানিক।
আজ দৈনালী ৫০ টি শীতবস্ত্র তুলে দিয়েছে মনোরমা শিশুনিকেতনের কচিকাঁচাদের হাতে।
প্রায় ২৫ জন কবি সাহিত্যিকের স্বরচিত কবিতা পাঠ ও সভাপতির সমাপ্তি ভাষনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন তরুণ কবি রূপণ মজুমদার ও রূপঙ্কর দে বাংলা ধ্রুপদী ভাষার মর্য্যাদা লাভে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য ত্রিপুরা বাংলা একাডেমীর জন্য শুভেচ্ছা বার্তা ও সম্মাননা তুলে দেন দৈনালী সম্পাদক মাননীয়া মিঠু মল্লিক বৈদ্য ও একাডেমির পক্ষে সেই সম্মাননা গ্রহণ করেন ত্রি-পুরা বাংলা একাডেমির সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণ কুসুম পাল মহাশয়।

পুনরায় চালু হল কৈলাসহরের মূক ও বধির বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ অক্টোবর।। কৈলাসহরে মূক ও বধির বিদ্যালয়টি দীর্ঘ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ফের চালু হল। কয়েক বছর আগে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা ষড়যন্ত্র করে স্কুলটির বিরুদ্ধে। তারপর স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন মূক ও বধির বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭০এর উপরে।
১৯৭০ সালে কৈলাসহরে এক মহান ব্যক্তির প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে এই মূক ও বধির বিদ্যালয়। তিনি মারা যাবার পর উনার ছেলে সাত্যাকি ভট্টাচার্য্য বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ভার নেন। অধ্যক্ষ সাত্যাকি ভট্টাচার্য্যের অক্লান্ত পরিশ্রম করে আজ এই স্কুলকে একটি আধুনিক স্তরে উন্নীত করতে পেরেছেন। নির্মানের করা হয়েছে ছাত্রছাত্রী দের জন্য হোস্টেল। ৫০আসন বিশিষ্ট হোস্টেল। এই স্কুলে উওর, উনকোটি ও ধলাই জেলার দিব্যাঙ্গ ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা সুযোগ পেত। চলতি মাসের একুশে অক্টোবর এক সভায় এসডিএম ও পুর পরিষদের চেয়ারম্যান চপলা দেবরায় উপস্থিতিতে ফের চালু করা হয়েছে মূক ও বধির বিদ্যালয়টিকে। ছাত্র ছাত্রীরা নতুন করে ভর্তি হচ্ছে।
সেদিন পুরানো স্কুল পরিচালনা কমিটি ভেঙে ১৭জনকে নিয়ে পরিচালক কমিটি গঠন করা হয়। পদাধিকার বলে কমিটির সভাপতি এসডিএম। সহকারী সভাপতি সন্দীপ দেবরায়। সম্পাদক বিধান চৌধুরী। সেদিনকার সভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা।

ত্রিপুরা পুলিশের উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর ।। পুলিশ স্মৃতি দিবস এবং একতা দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা পুলিশের উদ্যোগে রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ আগরতলা টাউন হলে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় একতা দিবসকে সামনে রেখে ত্রিপুরা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে বেশ কিছু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীপাবলি উপলক্ষ্যে মেগা রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন গীতাঞ্জলি ক্লাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৭ অক্টোবর।। আসন্ন শ্যামা মায়ের পূজা ও দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে রবিবার কমলপুরের প্রত্যন্ত সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের লালছড়ি গ্রামে গীতাঞ্জলি ক্লাবের উদ্যোগে এক মেগা রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। লালছড়ি গ্রামে গীতাঞ্জলি ক্লাব প্রাঙ্গণে মেগা রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল।
উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সন্তোষ কুমার দাস, কমলপুর ব্লাড ডোনার এ্যাসোসিয়েশন প্রাক্তন সম্পাদক তথা আইনজীবী শ্যামল কান্তি পাল, চিকিৎসক অমিত দেববর্মা,ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সদস্যা আরতি চন্দ, এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক জগদীশ আহির প্রমুখ। মেগা রক্তদান শিবিরে গ্রামের মানুষ ৩৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তাছাড়া, গ্রামের ১৩৩ জন মানুষ চিকিৎসার মাধ্যমে বিনামূল্যে রোগ নির্ণয়ের জন্য ঔষধ নেন।
প্রত্যন্ত লালছড়ি গ্রামে গীতাঞ্জলি ক্লাব গত ৪১ বছর যাবত সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্যামা মায়ের পুজো করে আসছে। গত ৫ বছর যাবত মেগা রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করছে। রক্তদান মহৎ দান এবিষয়ে আলোচনা করেন সুরমা বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল, কমলপুর ব্লাড ডোনার এ্যাসোসিয়েশন প্রাক্তন সম্পাদক তথা আইনজীবী শ্যামল কান্তি পাল। তাছাড়া আলোচনা করে বিশিষ্ট সমাজসেবী সন্তোষ কুমার দাস।

ধর্মনগর নর্থ পয়েন্ট টুয়েল ক্লাস স্কুলে অনুষ্ঠিত শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর ।। ২৭ শে অক্টোবর রবিবার ধর্মনগর নর্থ পয়েন্ট টুয়েল ক্লাস স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন। এই শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন ধর্মনগর থানা রোডস্থিত রংমহল হলে সকল অভিভাবক অবিভাবিকা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়।
এছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নর্থ পয়েন্ট টুয়েল ক্লাস স্কুল পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান ডক্টর রজত কান্তি ভট্টাচার্য্য।
উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান দেবব্রত চক্রবর্তী, উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি দেবময় ভট্টাচার্য্য, ট্রেজারার রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শশাঙ্ক শেখর দাস ,একাডেমিক ডাইরেক্টর দীপঙ্কর গুপ্ত, সমগ্র সম্মেলনটি দুটি পর্বে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্বে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শশাঙ্ক শেখর দাস স্বাগত ভাষণ রাখেন এবং বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিকাঠামো এবং বিদ্যালয়ের নানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চেরাই কাঠ বোঝাই বোলেরো গাড়ি আটক কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। কল্যাণপুরে অবাধে মূল্যবান গাছের কাঠ পাচার অব্যাহত রয়েছে।কল্যাণপুরকে করিডোর করে যে বনদস্যুরা নিরন্তর কাঠ পাচারে যুক্ত এই অভিযোগ এর আগেও অনেকবার উঠেছে। কিন্তু কল্যাণপুর বন দপ্তর এর পরিকাঠামো খুবই খারাপ। নেই পর্যাপ্ত কর্মী অফিসার। নেই কোন গাড়ি। এতো বড় বনাঞ্চল সামাল দেওয়া কল্যাণপুর বন দপ্তর এর দ্বারা তাই সম্ভব হয়ে উঠছে না। পুলিশি অভিযানে কখনো কখনো চোরাই কাঠ উদ্ধার হয়।
গত শনিবার ভোর রাতে ডিউটি করার সময় দক্ষিণ দুর্গাপুর এর রতিয়া থেকে একটি চেরাই কাঠ বোঝাই বোলেরো গাড়ি আটক করে পুলিশ। এই অভিযানে ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর মদন সরকার, এ এস আই হিমানী দেববর্মা প্রমুখ। পুলিশ গাড়ি টি আটক করলেও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। এরপর পুলিশ কাঠ সহ গাড়িটি বন দপ্তর এর হাতে তুলে দেয়। পুলিশ এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয় গাড়িটি তে প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকার কাঠ ছিল। দীপাবলি উপলক্ষে সারা কল্যাণপুরেই নিরাপত্তা বাড়িয়েছেন থানার ওসি তাপস মালাকার। বাড়ানো হয়েছে নাকা পয়েন্ট ও রাত্রি কালীন ডিউটি। মূলত এই কারণেই শনিবার শেষ রাতে এই চোরাই কাঠ উদ্ধার হয়।।

শ্যামাপূজা এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭অক্টোবর।। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ মিনি ষ্টেডিয়াম স্থিত ফ্রেন্ডস ক্লাবের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরও শ্যামাপূজার আয়োজন করা হবে। এই শ্যামাপূজা উপলক্ষ্যে ক্লাবের উদ্যোগে ২৭ শে অক্টোবর রবিবারে একটি বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
৫টি বিভাগে মোট ২৩০ জন প্রতিযোগি এবং প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খয়েরপুর ৩২ নং বুথে যুব মোর্চার উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। ৫ খয়েরপুর বিধানসভার অন্তর্গত ৩২ নং বুথে যুব মোর্চার উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় রবিবার। উক্ত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।
উপস্থিত ছিলেন পাঁচ খয়েরপুর মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি মান্না দে , উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম চাম্পামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝুমুর দেবনাথ , পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন ঝর্ণা রানী দাস , পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সদস্য কৃষ্ণজিৎ দাস , ৩২ নং যুব মোর্চার বুথ সভাপতি সুরঞ্জন বণিক ও বুথের যুব মোর্চার একনিষ্ঠ কার্যকর্তাগণ। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

কীর্তন মানুষের মনে আধ্যাত্মিকতার ভাবনাকে জাগ্রত করে ঃ প্রফেসর মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর ।। কীর্তনের মতো কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে সব ধর্মকে সম্মান জানিয়ে হিন্দু ধর্মের প্রসার ঘটিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। যা আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক।
রবিবার রাজধানীর মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে তারক ব্রহ্ম কীর্তনীয়া শিল্পী সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। নাস্তিকতা ইস্যুতে পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি।
সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমি যতদূর জানি কীর্তন শব্দটা সংস্কৃত থেকে এসেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু কীর্তন অপরিহার্য। জন্মের সময়ও কীর্তন শুনতে হয়, আর মৃত্যুর সময়ও কীর্তন শুনতে হয়। তাই তাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেওয়া আমাদেরও কর্তব্য এবং সমাজেরও কর্তব্য। কীর্তন শুনলে মনের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক ভাব চলে আসে। সমস্ত দুঃখ, দুর্দশা ও ভালো লাগার ভাবকে ভুলে গিয়ে একটা ভালোবাসার জায়গা তৈরি হয় এই গান বাজনা ও কীর্তন শোনার মধ্য দিয়ে। আর কীর্তন মানেই একটা হারমোনিয়াম থাকবে। একটা ঢোল থাকবে, করতাল থাকবে, আর অবশ্যই একটা বাঁশি থাকবে। বাঁশির আওয়াজটা থাকলে মনে হয় পুরোদমে কীর্তন চলছে। এই যে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পরম্পরাকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমরা ৩৫ বছরের রাজত্ব এখানে দেখেছি। ৩৫ বছরে ত্রিপুরার যে সংস্কৃতি ছিল সেটা ভুন্ডিত হয়েছে। কারণ তারা ঈশ্বর বিশ্বাস করতো না। নিজেরাও বিশ্বাস করতো না, অন্যদেরও বিশ্বাস করতে দিত না। নিজেরা বাইরে নাস্তিক মনোবৃত্তি দেখালেও চুপিসারে উনার ধর্মপত্নী মন্দিরে যান। এমনও ঘটনা আছে ত্রিপুরা বা পশ্চিমবাংলায়।
মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এরআগেও আমরা কংগ্রেসের রাজত্ব দেখেছি। তাদের সময়েও একই অবস্থা। তারা নিজেরা জানে না কোন নীতি নিয়ে চলবে। ওরা বিদেশী নীতি ও আমাদের কিছু নীতি নিয়ে মিশ্র নীতিতে চলতো। সেই জায়গায় ২০১৮ সালে আমাদের সরকার ত্রিপুরায় গঠনের পর ২০১৯ এ আপনারা এই সংগঠন তৈরি করেছেন। আর এখন ত্রিপুরায় আস্তিকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আমরা স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে যেতে পারি। আমরা সবাই মিলে এমন পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছি। কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও সমাজের জন্য দায়িত্ব রয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদেরও। আপনারা কথার মাধ্যমে মানুষকে বুঝাতে পারবেন। একজন শিল্পী হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছেন আপনারা। বিভিন্ন জায়গায় কীর্তন হলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়। সমাজের কথা এবং কথার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা। সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে সব ধর্মকে সম্মান জানিয়ে হিন্দু ধর্মের প্রচার করেছেন সেটা বর্তমান সময়েও খুবই প্রাসঙ্গিক। আর এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
সম্মেলনে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, তফশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ তারক ব্রহ্ম কীর্তনীয়া শিল্পী সমিতির চেয়ারম্যান জগমোহন নাথ, সাধারণ সম্পাদক বিমল নাথ, ভবতারণ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এদিন সম্মেলন শুরুর আগে আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে আগরতলা শহরের বুকে একটি শোভাযাত্রা করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।